﴿٧٥﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ

৭৫। ক্ব-লা আলাম্ আকু্ল্ লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মা'ইয়া ছোয়াব্‌র-। ৭৬। ক্ব-লা ইন্ সায়াল্‌তুকা
(৭৫) তিনি বললেন, আমি কি বলি নি, আপনি কিছুতেই ধৈর্যরক্ষায় সক্ষম হবেন না? (৭৬) তনি বললেন, আর যদি আপনাকে

عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٧﴾ فَانْطَلَقَا

আন্ শাইয়িম্ বা'দাহা-ফালা-তুছোয়া-হিব্‌নী, ক্বদ্ বালাগ্‌তা মিল্লাদুন্নী 'উয্‌র-। ৭৭। ফান্‌ত্বোয়ালাক্ব-
প্রশ্ন করি, তবে আমাকে সংগে রাখবেন না, আমার পক্ষ থেকে আপনার নিকট আমার এ শেষ ওযর। (৭৭) অতঃপর তারা

حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا

হাত্তা ~ ইযা ~ আতাইয়া ~ আহ্‌লা ক্বরইয়াতিনিস্ তাত্'আমা ~ আহ্‌লাহা-ফাআবাও আইঁ ইয়ুদ্বোয়াইয়িফূ হুমা- ফাওয়াজাদা-
উভয়ে চলতে চলতে এক জনপদে এসে খাদ্য চাইল; তারা তাদের আতিথ্য অস্বীকার করল, তারা দেখল, একটি প্রাচীর ধসে

فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا *

ফীহা-জ্বিদা-রই ইয়ুরীদু আই ইয়ান্‌ক্বদ্বোয়া ফায়াক্ব-মাহ্; ক্ব-লা লাও শি''তা লাত্তাখয্‌তা 'আলাইহি আজ্‌র-।
পড়ার উপক্রম হয়েছে , তিনি (খিযির) তা সোজা করে দিলেন, মূসা বলল, ইচ্ছা করলে আপনি পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।

﴿٧٨﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا *

৭৮। ক্ব-লা হা-যা-ফির-কু বাইনী অবাইনিকা সাউনাব্বিয়ুকা বিতা''ওয়ীলি মা-লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি ছোয়াব্‌র-।
(৭৮) তিনি বলল, আমাদের মধ্যে এটাই শেষ। তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, তার রহস্য আপনাকে জানাব।

﴿٧٩﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

৭৯। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসাকীনা ইয়া'মালূনা ফিল্ বাহ্‌রি ফাআরত্‌তু আন্ আ'ঈবাহা-অকা-না
(৭৯) যা হোক নৌকাটি ছিল কতিপয় মিসকীনের, তারা সমুদ্রে কাজ করত। আমি তাকে ত্রুটিযুক্ত করতে চেয়েছি: কেননা,

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٨٠﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

অর — য়াহুম্ মালিকুঁই ইয়া''খুযু কুল্লা সাফীনাতিন্ গাছ্‌বা-।৮০। অআম্মাল্ গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি
ওখানকার রাজা জোর পূর্বক নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) আর বালকটির মাতা-পিতা মু'মিন ছিল. আমার আশংকা হল যে, সে তার

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨١﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ

ফাখাশীনা ~ আইঁ ইয়ুর্‌হিক্বাহুমা- তু্গ্‌ইয়া-নাওঁ অ কুফ্‌র-।৮১। ফাআরদ্‌না ~ আইঁ ইয়ুব্‌দিলাহুমা- রব্বুহুমা-খইরম্ মিন্‌হু
অবাধ্যতা ও কুফ্‌রী দিয়ে তাদেরকে বিব্রত করবে। (৮১) সুতরাং আমি চাই যে, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন

আয়াত-৭৭ ঃ খিযির (আঃ) কোন জনপদে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এন্তাকিয়া' ইবনে শিরীনের মতে 'আইকা' এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মতে সেইটি ছিল স্পেনের একটি জনপদ। এক জালিম বাদশাহ ছিল যে এ পথে চলাচল করত। চলাচলাকালে যেসব নিখুঁত নৌকা তার নযরে পড়ত সেসব নিখুঁত নৌকা সে ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির (আঃ) এ কারণেই নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেলেন, যাতে জালিম বাদশাহের লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত হতে বেঁচে যায়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৮০ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, নিহত ছেলের পিতা মাতাকে আল্লাহ তাআ'লা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। (মাঃ কোঃ)

زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٢﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ

যাকা-তাঁও অআক্ব্রাবা রুহ্মা- ।৮২। অআম্মাল্ জ্বিদা-রু ফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল্ মাদীনাতি

এক পবিত্র, দয়ালু ও নেক সন্তান দিবেন। (৮২) আর ঐ প্রাচীরটি ছিল শহরের অধিবাসী দু' এতিম কিশোরের এবং ঐ

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا

অকা-না তাহ্তাহূ কান্যুল্ লাহুমা-অকা-না আবূহুমা-ছোয়া-লিহান্ ফাআর-দা রব্বুকা আইঁ ইয়াব্লুগা ~

প্রাচীরের নিচে গুপ্তধন প্রোথিত ছিল। আর তাদের পিতা একজন ভাল লোক ছিল। আপনার রব চাইলেন যে, তারা যৌবনে

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ

আশুদ্দা হুমা-অইয়াস্তাখ্রিজ্বা-কান্যাহুমা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা অমা-ফা'আল্তুহূ 'আন্ আম্রী; যা-লিকা

পদার্পণ করুক। আর রবের দয়ায় তারা তাদের সে গুপ্তধন বের করুক। আর আমি আপন ইচ্ছায় এ কাজ করি নি। যে

১০ ع ১২ ১ রুকু

تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٣﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ

তা''ওয়ীলু মা-লাম্ তাস্ত্বি' 'আলাইহি ছোয়াব্রা- ।৮৩। অইয়াস্য়ালূনাকা আন্ যিল্ক্বার্নাইন্; ক্বুল্

বিষয়ের ধৈর্য আপনার ছিল না, তার রহস্য এটাই। (৮৩) আর তারা আপনাকে 'যুলকারনাইন' [১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি

سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٤﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

সায়াত্লূ আলাইকুম্ মিন্হু যিক্র- ।৮৪। ইন্না- মাক্কান্না-লাহূ ফিল্ আর্দ্বি অ আ-তাইনা-হু মিন্ কুল্লি শাইয়িন্

বলুন, এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে বলব। (৮৪) নিশ্চয় আমি তাকে যমীনে আধিপত্য প্রদান করেছি ও তাকে সর্বাধিক উপকরণ

سَبَبًا ﴿٨٥﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ

সাবাবা- ।৮৫। ফাআত্বা'আ ~ সাবাবা- ।৮৬। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ মাগ্রিবাশ্ শাম্সি অ জ্বাদাহা-তাগ্রুবু ফী

দিয়েছি। (৮৫) অতঃপর সে অন্য এক পথ ধরল। (৮৬) এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল তখন সে তাকে (সূর্যকে)

عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ

'আইনিন্ হামিয়াতিঁও অ অজ্বাদা 'ইন্দাহা- ক্বওমা-; কুল্না-ইয়াযাল্ ক্বর্নাইনি ইম্মা ~ আন্ তু'আয্যিবা অ ইম্মা ~

কালো পানিতে ডুবতে দেখল এবং সেখানে সে এক জাতিকে পেল। বললাম, হে যুলকারনাইন! হয় তাদেরকে শাস্তি দাও,

اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

আন্ তাত্তাখিযা ফীহিম্ হুস্না- ।৮৭। ক্বা-লা আম্মা-মান জোয়ালামা ফাসাওফা নু'আয্যিবুহূ ছুম্মা ইয়ুরদ্দু ইলা-রব্বিহী

নতুবা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (৮৭) সে বলল, অচিরেই জালিমকে শাস্তি দিব; তার পর সে তার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত

টীকা-১. যুল্কারনাইন ঃ এর ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত আছে। কারো মতে, এটি 'দারা'র উপাধি। কারো মতে, এটি ফেলক্বুছ রুমীর ছেলে। কারো মতে এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের কেউ। আর কারো মতে, যুলকারনাইন দু জনই ছিলেন, একজন ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে যার উযীর ছিলেন হযরত খিযির (আঃ) আর একজন ছিলেন সেই যুলকারনাইন যার উযীর ছিলেন এরিস্টটল। তাফসীরে কবীর প্রণেতার মতে, এখানে শেষোক্ত যুলকার-নাইন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যার নাম সেকান্দার ছিল। যা হোক, আয়াতে উল্লিখিত যুলকারনাইনকে কেউ বলেন, একজন নবী এবং কেউ তাঁকে একজন আল্লাহভক্ত লোক বলেছেন। ইবনে কাছীরে

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ

ফাইয়ু'আয্যিবুহূ 'আযা-বান্ নুক্র-। ৮৮। অআম্মা-মান্ আ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালাহূ জ্বাযা — য়ানিল্ হুস্না-

হবে; তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (৮৮) আর যে মু'মিন ও সৎকর্মশীল, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

অ সানাক্বূলু লাহূ মিন্ আম্‌রিনা-ইয়ুস্‌র-। ৮৯। ছুম্মা আত্‌বা'আ সাবাবা-। ৯০। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ মাত্‌লি'আশ্ শাম্‌সি

তার সাথে নম্র কথা বলব। (৮৯) তার পরে সে অন্য পথ ধরল। (৯০) এমন কি যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছল তখন

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ

অজ্বাদাহা- তাত্‌লু'উ 'আলা-ক্বাওমিল্ লাম্ নাজ্'আল্ লাহুম্ মিন্ দূনিহা-সিত্‌র-। ৯১। কাযা-লিক্; অক্বদ্

সে ওকে এমন জাতির ওপর উদীয়মান দেখল, যাদের জন্য সূর্যতাপ অন্তরায় করি নি। (৯১) এটাই তো প্রকৃত ঘটনা,

أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن

আহাত্বনা- বিমা-লাদাইহি খুব্‌র-। ৯২। ছুম্মা আত্‌বা'আ সাবাবা-।৯৩। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ বাইনাস্ সাদ্দাইনি অজ্বাদা মিন্

তার বৃত্তান্ত আমার আয়ত্বে। (৯২) পরে সে অন্য পথ ধরল। (৯৩) অবশেষে সে যখন দু পাহাড়ের মাঝে পৌঁছল তখন

دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ

দূনিহিমা-ক্বাওমাল্ লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফ্‌ক্বাহূনা ক্বাওলা-। ৯৪। ক্ব-লূ ইয়াযাল্ ক্বার্নাইনি ইন্‌না ইয়া'জূ্জ্বা

সেখানে এমন এক সম্প্রদায়ের দেখা পেল, যারা কোন কথাই বুঝতে পারত না। (৯৪) তারা বলল, হে যুলকারনাইন! নিশ্চয়

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ

অ মা'জূ্জ্বা মুফ্‌সিদূনা ফিল্ আরদ্বি ফাহাল্ নাজ্'আলু লাকা খারজ্বান্ 'আলা ~ আন্ তাজ্'আলা

ইয়াজুজ ও মাজুজ যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে; আপনাকে কি আমরা কর দিব যে, আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ

বাইনানা-অবাইনাহুম্ সাদ্দা-। ৯৫। ক্ব-লা মা-মাক্কান্নী ফীহি রব্বী খইরুন্ ফাআ'ঈনূনী বিক্বুওঅতিন্ আজ্'আল্

নির্মাণ করে দিবেন? (৯৫) সে বলল, আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট, আমাকে তোমরা শ্রম দ্বারা সাহায্য

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

বাইনাকুম্ অ বাইনাহুম্ রদ্‌মা-। ৯৬। আ-তূনী যুবারল্ হাদীদ্; হাত্তা ~ ইযা- সা-ওয়া-বাইনাছ

কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর করে দিব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও; অবশেষে যখন দু'পর্বতের

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একজন আল্লাহভক্ত নেক্‌কার লোক ছিলেন, নিজ গোত্রের লোকদেরকে তিনি দ্বীনে হকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, লোকেরা তাঁকে এক পার্শ্বে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করেন এবং পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তাই তাকে যুলকারনাইন বলা হয়, অর্থাৎ দুই পার্শ্বওয়ালা। হযরত শো'বা হতে বর্ণিত, তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমন করেছিলেন বিধায় তার উপাধি যুলকারনাইন হয়েছিল।

টীকা- ২৪ এরা পার্বত্য জাতি। মানুষের ওপর নির্যাতন করত। তাদের বাসস্থান কোথায় তা সঠিক ভাবে জানা নেই। কিয়ামতের পূর্বে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।

الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ

ছদাফাইনি ক্ব-লান্ ফুখূ; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা'আলাহূ না-রন্ ক্ব-লা আ-তূনী ~ উফ্রিগ্ 'আলাইহি

ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হল, তখন (সে) বলল, তোমরা এতে তাপ দাও। যখন তা চরম গরম হল তখন সে বলল, তামা আন, তাতে

قِطْرًا ﴿۹۷﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ یَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿۹۸﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ

ক্বিত্বরা-।৯৭। ফামাস্ ত্বোয়া-উ~ আইঁ ইয়াজ্হারূহু অমাস্ তাত্বোয়া'উ লাহূ নাক্ব্বা-।৯৮। ক্ব-লা হা-যা- রহ্মাতুম্

ঢালব। (৯৭) তারা তার উপর আরোহণও করতে পারে নি, আর ভেদও করতে পারে নি। (৯৮) সে বলল, এটি আমার রবের

مِّنْ رَّبِّیْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّیْ حَقًّا ★

মির্ রব্বী ফাইযা-জ্বা — য়া অ'দু রব্বী জ্বা'আলাহূ দাক্কা — য়া অ কা-না অ'দু রব্বী হাক্ব্ক্ব-।

পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। প্রতিপালকের ওয়াদা যখন পূর্ণ হবে তখন তিনিই এটা চূর্ণ করবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য।

﴿۹۹﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَىِٕذٍ یَّمُوْجُ فِیْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ

৯৯। অ তারক্না- বা'দ্বোয়াহুম্ ইয়াওমায়িযিঁ ইয়ামূজু ফী বা'দ্বিও অ নুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাজ্বামা'না-হুম্

(৯৯) আর সেদিন একদল অন্য দলের উপর ঢেউয়ের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তারপর আমি তাদের

جَمْعًا ﴿۱۰۰﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْمَىِٕذٍ لِّلْكٰفِرِیْنَ عَرْضَا ۙ﴿۱۰۱﴾ الَّذِیْنَ كَانَتْ

জ্বাম্আ-।১০০। অ 'আরদ্বনা-জ্বাহান্নামা ইয়াওমায়িযিল্লিল্ কা-ফিরীনা 'আরদ্বোয়া-।১০১। নিল্লাযীনা কা-নাত্

সকলকেই একত্র করব। (১০০) এবং আমি সেদিন কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে সামনে আনব। (১০১) যাদের

১১ ع ১৯ ২ রুকু

اَعْیُنُهُمْ فِیْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِیْ وَكَانُوْا لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمْعًا ﴿۱۰۲﴾ اَفَحَسِبَ

'আইয়ুনুহুম্ ফী গিত্বোয়া — য়িন্ 'আন্ যিক্রী অকা-নূ লা- ইয়াস্তাত্বী 'উনা সাম্'আ-।১০২। আফাহাসিবাল্

চক্ষু আমার আয়াতের প্রতি অন্ধ ছিল এবং তারা শুনতেও অক্ষম ছিল। (১০২) এর পরও কি কাফেররা মনে করে,

الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ یَّتَّخِذُوْا عِبَادِیْ مِنْ دُوْنِیْۤ اَوْلِیَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا

লাযীনা কাফারূ ~ আইঁ ইয়াত্তাখিযূ 'ইবা-দী মিন্ দূনী ~ আওলিয়া — য়্; ইন্না ~ 'আতাদ্না-জ্বাহান্নামা

তারা আমাকে ছাড়া আমার বান্দাহকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে? আমি তো কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নামকে

جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِیْنَ نُزُلًا ﴿۱۰۳﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا ﴿۱۰۴﴾ الَّذِیْنَ ضَلَّ

লিল্ কা-ফিরীনা নুযুলা-।১০৩। কুল্ হাল্ নুনাব্বিয়ুকুম্ বিল্আখ্সারীনা 'আমা-লা-।১০৪। আল্লাযীনা দ্বোয়াল্লা

আপ্যায়নের জন্য। (১০৩) আপনি তাদেরকে বলুন; আমি কি তোমাদেরকে কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের খবর দিব? (১০৪) তারা ঐসব

سَعْیُهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۱۰۵﴾ اُولٰٓىِٕكَ

সা'ইয়ুহুম্ ফীল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অ হুম্ ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম্ ইয়ুহ্সিনূনা ছুন্'আ-।১০৫। উলা — য়িকাল

লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা ভাল কাজ করছে। (১০৫) তারা এমন লোক

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ

লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ অলিক্ব—য়িহী ফাহাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফালা-নুক্বীমু লাহুম্
যারা রবের নিদর্শনাবলী ও তার সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নষ্ট হয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অয্না-। ১০৬। যা-লিকা জ্বাযা—য়ুহুম্ জ্বাহান্নামু বিমা-কাফারূ অত্তাখাযূ ~
আমলের জন্য কোন ওযনই প্রতিষ্ঠা করব না।(১০৬) এ জাহান্নামই হবে তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা কুফ্রী করেছিল, এবং তারা

آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ

আ-ইয়া-তী অরুসুলী হুযুওয়া-। ১০৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি কা-নাত্
আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে উপহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। (১০৭) নিশ্চয় মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আতিথেয়তার

لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ★

লাহুম্ জ্বান্নাতুল্ ফিরদাউসি নুযুলা-। ১০৮। খা-লিদীনা ফীহা-লা-ইয়াব্গূনা 'আন্হা-হিওয়ালা-।
জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১০৮) তারা সেখানে চীরদিন থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তর কামনা করবে না।

﴿١٠٩﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

১০৯। ক্বু-ল্ লাও কা-নাল্ বাহ্রু মিদা-দাল্ লিকালিমাতি রব্বী লানাফিদাল্ বাহ্রু ক্বাব্লা আন্ তান্ফাদা
(১০৯) আপনি বলুন, রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে নিঃসন্দেহে আমার রবের কথা শেষ হবার

كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١١٠﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

কালিমা-তু রব্বী অলাও জ্বি'না-বিমিছ্লিহী মাদাদা-। ১১০। ক্বু-ল্ ইন্নামা ~ আনা-বাশারুম্ মিছ্লুকুম্
পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও অনুরূপ আর একটি সমুদ্রও সাহায্যের জন্য আনয়ন করি। (১১০) বলুন, আমি তো

يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ

ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্ ইলাহুঁও ওয়া- হিদুন্ ফামান্ কা-না ইয়ার্জু লিক্ব—য়া
তোমাদের ন্যায়ই মানুষ, আমার কাছে অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ লাভের আশা

★ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ★ ع ১২ ৯ ৩ রুকু

রব্বিহী ফাল্ইয়া'মাল্ 'আমালান্ ছোয়া-লিহাঁও অলা-ইয়ুশ্রিক্ বিই'বা-দাতি রব্বিহী ~ আহাদা-।
পোষন করে তার রবের, সে যেন সৎকার্য করতে থাকে এবং তার রবের ইবাদাতে কাকেও অংশীদার না বানায়।

আয়াত-১১০ ঃ টীকা-(১) এখানে শিরক দ্বারা ছোট শিরক তথা রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মাহ্মূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয় সর্বাপেক্ষা বেশি আশংকাযুক্ত তা হল ছোট শিরক। ছাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। রিয়ার কারণে নেক কাজের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হতে হয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাহদের কাজ-কর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন রিয়াকারীদের বলবেনঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা কাজ করেছিলে। (মাঃ কোঃ)

সূরা মারইয়াম
মক্কাবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৮
রুকূ ঃ ৬

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً

১। কা — ফ্ হা-ইয়া-'আই — ন্ ছোয়া — দ্। ২। যিক্‌রু রহ্‌মাতি রব্বিকা 'আব্‌দাহূ যাকারিয়্যা-। ৩। ইয্ না-দা- রব্বাহূ নিদা — য়ান্

(১) কাফ, হা, ইয়া, 'আইন, ছোয়াদ্। (২) স্বীয় বান্দাহ যাকারিয়ার প্রতি রবের অনুগ্রহের বর্ণনা। (৩) যখন তিনি তাঁর

خَفِيًّا ۝٣ قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ وَهَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّىۡ وَاشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَيۡبًا وَّلَمۡ

খফিয়্যা- ।৪। ক্বা-লা রব্বি ইন্নী অহানাল্ 'আজ্‌মু মিন্নী অশ্‌তা'আলার্ রা''সু শাইবাঁও অলাম্

রবকে গোপনে আহ্বান করেছিল। (৪) তখন সে বলল, হে আমার রব। আমার হাড় দুর্বল, বার্ধক্যের দরুণ মাথার চুল উজ্জ্বল হয়েছে;

اَكُنۡۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَاِنِّىۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِىَ مِنۡ وَّرَآءِىۡ وَكَانَتِ

আকুম্ বিদু'আ — য়িকা রব্বি শাক্বিয়্যা-। ৫। অইন্নী খিফ্‌তুল্ মাওয়া-লিয়া মিঁও অর — য়ী অকা-নাতিম্

হে আমার রব! তোমাকে ডেকে কখনও আমি বঞ্চিত হইনি। (৫) আর আমার পরবর্তী বংশীয়দের ব্যাপারে আমি ভয় করছি

امۡرَاَتِىۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِىۡ وَيَرِثُ مِنۡ اٰلِ

রায়াতী 'আ-ক্বিরন্ ফাহাব্‌লী মিল্লাদুন্‌কা অলিয়্যা-। ৬। ইয়ারিছুনী অইয়ারিছু মিন্ আ-লি

এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও। (৬) যে উত্তরাধিকারী হবে আমার

يَعۡقُوۡبَ ۖ وَاجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ يٰزَكَرِيَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨاسۡمُهٗ يَحۡيٰى ۙ لَمۡ

ইয়া'ক্বূবা-অজ্‌'আল্‌হু রব্বি রদ্বিয়্যা-। ৭। ইয়া-যাকারিয়্যা ~ ইন্না-নুবাশ্‌শিরুকা বিগুলা-মিনিস্‌মুহূ ইয়াহ্‌ইয়া-লাম্

ও ইয়াকূব বংশের এবং হে আমার রব! তাকে সন্তোষভাজন কর। (৭) হে যাকারিয়া! তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়া নামের পুত্রের

نَجۡعَلۡ لَّهٗ مِنۡ قَبۡلُ سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوۡنُ لِىۡ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امۡرَاَتِىۡ

নাজ্‌'আল্‌লাহূ মিন্ ক্বব্‌লু সামিয়্যা-। ৮। ক্বা-লা রব্বি আন্না-ইয়াকূনুলী গুলামুঁও অ কা-নাতিম্ রায়াতী

সুসংবাদ দিতেছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া, পূর্বে এ নাম কারও রাখিনি। (৮) বলল, হে আমার রব! কিভাবে আমার পুত্র হবে?

عَاقِرًا وَّقَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ الۡكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ

'আ-ক্বিরঁও অক্বদ্ বালাগ্‌তু মিনাল্ কিবারি ই''তিয়্যা-। ৯। ক্বা-লা কাযা-লিকা ক্বা-লা রাব্বুকা হুঅ 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুঁও

আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমি চূড়ান্ত বৃদ্ধ। (৯) বললেন, এভাবেই। তোমার রব বলেন, এটা আমার জন্য সহজ। ইতোপূর্বে

নামকরণ ঃ মার্‌ইয়াম্ হযরত ঈসা (আঃ)- এর মাতা বিবি মরিয়মের নামানুসারেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। রমণীকুল-গৌরব বিবি মরিয়ম্ ও তৎপর নবীবর হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির মধ্যে যে ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহ প্রচলিত ও বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে, এ সূরায় তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। ভ্রান্ত-খৃষ্টানরা মুশরিকদের ন্যায় হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর জাত পুত্র অর্থাৎ "আল্লাহ" বা "আল্লাহর বেটা" মনে করে তাঁর জননী বিবি মরিয়মকেও স্ত্রীরূপে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এ জন্য কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের কল্পিত "আল্লাহ" বা "আল্লাহর বেটা আল্লাহ" যীশু-খৃষ্টের সাথে তাঁর জননী "মাতা মেরী" অর্থাৎ বিবি মরিয়মেরও পূজা-করত। বিবি মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির এ হীন কল্পনা যে কিরূপ ভয়াবহ গুরুতর অপরাধ, এ পবিত্র সূরায় তা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝১০ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ

অ ক্বদ্ খলাক্ব্‌তুকা মিন্ ক্ব্‌বলু অলাম্ তাকু শাইয়্যা-।১০। ক্ব-লা রব্বিজ্‌ 'আল্ লী ~ আ-ইয়াহ্; ক্ব-লা আ-ইয়াতুকা

তুমি তো কিছুই ছিলে না, তোমাকেও তো সৃষ্টি করেছি। (১০) বলল, হে আমার রব! আমাকে নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, সুস্থ

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝১১ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ

আল্লা-তুকাল্লিমান্না-সা ছালা-ছা লাইয়া-লিন্ সাওয়িয়্যা-। ১১। ফাখরজা 'আলা-ক্বওমিহী মিনাল্ মিহ্‌রা-বি

থেকেও তুমি মানুষের সঙ্গে কোন কথা বলতে পারবে না। (১১) তার পর কক্ষ হতে বের হয়েসে মানুষের কাছে আগমন

فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝১২ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ

ফাআওহা ~ ইলাইহিম্ আন্ সাব্বিহূ বুক্‌রাতাঁও অ'আশিয়্যা-।১২। ইয়া-ইয়াহ্‌ইয়া-খুযিল্ কিতা-বা বিক্বু ওয়্যাহ্; অ

করে সকালেও-সন্ধ্যায় তাসবীহ পড়তে ইংগিত করল।(১২) হে ইয়াহ্‌ইয়া! দৃঢ়ভাবে এ কিতাব ধারণ কর। আর আমি তাকে

اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝১৩ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝১৪ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

আ-তাইনা-হুল্ হুক্‌মা ছোয়াবিয়্যা-। ১৩। অহানা-নাম্ মিল্লাদুন্না- অযাকা-হ্; অকা-না তাক্বিয়্যা-। ১৪। অবাররম্ বিওয়া-লিদাইহি

শৈশবেই জ্ঞান দিয়েছি।(১৩) আর আমার নিকট হতে তাকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল মুত্তাকী। (১৪) আর মাতা-পিতার

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝১৫ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ

অলাম্ ইয়াকুন্ জ্বাব্বা-রন্ 'আছিয়্যা-।১৫। অসালা-মুন্ 'আলাইহি ইয়াওমা উলিদা অইয়াওমা ইয়ামূতু অইয়াওমা ইয়ুব্'আছু

সেবক, আর সে না ছিল নিষ্ঠুর আর না ছিল অবাধ্য। (১৫) তার ওপর শান্তি— জন্মের দিনে, মৃত্যুর দিনে এবং পুনরুত্থানের

حَيًّا ۝১৬ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا *

হাইয়্যা-। ১৬। অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি মার্‌ইয়া-ম্' ইযিন্ তাবাযাত্ মিন্ আহ্‌লিহা-মাকা-নান্ শার্‌ক্বিয়্যা-।

দিনে। (১৬) এ কিতাবে বর্ণিত মরিয়মের কথা উল্লেখ করুন। যখন সে স্বীয় পরিবার হতে পূর্ব দিকে একস্থানে গিয়েছিল।

۝১৭ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا

১৭। ফাত্তাখযাত্ মিন্ দূনিহিম্ হিজ্বা-বান্ ফাআর্‌সাল্‌না ~ ইলাইহা-রূহানা-ফাতামাছ্‌ছালা লাহা-বাশারন্

(১৭) সে তাদের হতে আড়ালে পর্দা করল, তারপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে মানবাকৃতিতে

سَوِيًّا ۝১৮ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝১৯ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا

সাওয়িয়্যা-।১৮। ক্ব-লাত্ ইন্নী ~ আ'উযু বির্‌রহ্‌মা-নি মিন্‌কা ইন্ কুন্‌তা তাক্বিয়্যা-। ১৯। ক্ব-লা ইন্নামা ~ আনা

প্রকাশিত হল। (১৮) (মরিয়ম) বলল, তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি, যদি মুত্তাকী হও। (১৯) বলল, আমি তো কেবল

رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝২০ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ

রাসূলু রব্বিকি লিআহাবা লাকি গুলা-মান্ যাকিয়্যা-। ২০। ক্ব-লাত্ আন্না- ইয়াকূনুলী গুলা-মুঁও অলাম্

আমার রবের দূত, যেন আমি তোমাকে নেক সন্তান দান করি। (২০) বলল, কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমাকে তো কোন

১ ع ১৫ ৪ রুকু

ওয়াক্‌ফে লাযেম

● এক চতুর্থাংশ

يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢١﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ

ইয়াম্‌সাস্‌নী বাশারুঁও অলাম্ আকু বাগিয়্যা–। ২১। ক্ব-লা কাযা-লিকি ক্ব-লা রব্বুকি হুঅ 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুন্

পুরুষ স্পর্শ করে নি, আর আমি অসতীও নই। (২১) বলল, এভাবেই হবে। আপনার রব বললেন, এটা আমার জন্য সহজ।

وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢٢﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

অলিনাজ্ব্'আলাহূ ~ আ-ইয়াতাল্লিন্না-সি অরহ্‌মাতাম্ মিন্না-অকা-না আম্‌রম্ মাক্ব্‌দিয়্যা–।২২। ফাহামালাত্‌হু ফান্‌তাবাযাত্

যেন তা মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার করুণা হয়, আর বিষয়টি তো স্থিরীকৃত। (২২) তার পর সে তাকে গর্ভে ধারণ

بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٣﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ

বিহী মাকা–নান্ ক্বছিয়্যা।২৩।ফাআজ্বা — য়া হাল্ মাখ-দ্বু ইলা-জ্বিয্‌ইন্নাখ্ লাতি ক্ব-লাত্ ইয়া-লাইতানী

করে দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) অবশেষে প্রসব–বেদনা তাকে খেজুর বৃক্ষ তলায় নিয়ে আসল; সে বলল, হায়!

مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٤﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ

মিত্তু ক্বব্‌লা হা-যা-অকুন্‌তু নাস্‌ইয়াম্ মান্‌সিয়্যা–।২৪। ফানা-দা হা- মিন্ তাহ্‌তিহা ~ আল্লা-তাহ্‌যানী ক্বদ্

যদি এর পূর্বেই আমি মরতাম! এবং সম্পূর্ণ স্মৃতিহারা হতাম! (২৪) নিচ হতে ফেরেশ্‌তা তাকে ডাকল, তুমি দুঃখ করো

جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٥﴾ وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ

জ্বা'আলা রব্বুকি তাহ্‌তাকি সারিয়্যা–।২৫। অহুয্‌যী ~ ইলাইকি বিজ্বিয্ ইন্নাখ্‌লাতি তুসা-ক্বিত্ব্ 'আলাইকি

না, তোমার পাশে তোমার রব নহর প্রবাহিত করলেন। (২৫) আর তুমি খেজুরের ডাল নিজের দিকে ঝুঁকাও। তাতে তোমার

رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٦﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ

রুত্বোয়াবান্ জ্বানিয়্যা–।২৬। ফাকুলী অশ্‌রবী অক্বর্‌রী 'আইনান্ ফাইম্মা-তারয়িন্না মিনাল্ বাশারি আহাদান্

নিকট সদ্য পাকা খেজুর ঝরিয়ে দিব। (২৬) অতঃপর খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। কোন মানুষকে যদি দেখ

فَقُوْلِىْۤ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٧﴾ فَاَتَتْ بِهٖ

ফাক্বূ লী ~ ইন্নী নাযার্‌তু লির্‌রাহ্‌মা-নি ছোয়াওমান্ ফালান্ উকাল্লিমাল্ ইয়াওমা ইন্‌সিয়্যা–।২৭। ফাআতাত্ বিহী

তবে তাকে বলো, আমি দয়াময়ের জন্য রোযা রেখেছি, সুতরাং কারো সঙ্গে আজ কথা বলব না। (২৭) তাকে কোলে

قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٨﴾ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ

ক্বওমাহা-তাহ্‌মিলুহূ , ক্ব-লূ ইয়া-মার্‌ইয়ামু লাক্বদ্ জ্বি'তি শাইয়ান্ ফারিয়্যা–।২৮।ইয়া ~ উখ্‌তা হা-রূনা মা-কা-না

নিয়ে কওমে আসল; তারা বলল, হে মরিয়ম! তুমি তো জঘন্য বস্তু নিয়ে এসেছ। (২৮) হে হারূনের ভগ্নি! তোমার পিতা

আয়াত-২৬ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা প্রদান এবং ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ রয়েছে। যেমন তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণ নিহিত ছিল প্রথম আদেশে। শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড হতে সদ্য পাকা খেজুর বের হওয়া এবং শুষ্ক যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ভবিষ্যৎ শুভ কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে। আরায়েছ নামক কিতাবে আছে, বৃক্ষ কাণ্ডটি শুকনা ছিল। মাদরদী হতে বর্ণিত আছে, স্ত্রীলোক হলে প্রসবে অসুবিধার সম্মুখীন খেজুরের চেয়ে উপকারী বস্তু অন্য কিছু নেই। কারণ, খেজুর হল অধিক রক্তবর্ধক খাদ্য এটি শরীরকে যেমন মোটা তাজা করে তেমনি গোর্দানে, কোমরে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় শক্তি সৃষ্টি করে। অবশ্য, উষ্ণতাধিক্যে যে আশঙ্কা থাকে তা আর্দ্র খেজুরে থাকে না। এটি ছাড়া পানি দিয়ে সে ক্ষতির সংশোধন করা যায়। অধিকন্তু এটি একটি সুস্বাদু ফল। (আরায়েছ, মারদরী)

أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ

আবূ কিম্‌রায়া সাওয়িঁও অমা-কা-নাত্ উম্মুকি বাগিয়্যা- । ২৯ । ফাআশা-রত্ ইলাইহি; ক্ব-লূ কাইফা নুকাল্লিমু

খারাপ ছিল না, আর তোমার মাতাও অসতী ছিল না। (২৯) সে ছেলের প্রতি ইংগিত দিল; তারা বলল, কোলের শিশুর সঙ্গে

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي

মান্ কা-না ফিল্ মাহ্‌দি ছোয়াবিয়্যা- । ৩০ । ক্ব-লা ইন্নী 'আবদুল্লা-হ্; আ-তা-নিয়াল্ কিতা-বা অজ্বা'আলানী

কিভাবে কথা বলব? (৩০) (শিশু) বলল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দাহ। আমাকে তিনি কিতাব প্রদান করেছেন, এবং আমাকে

نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

নাবিয়্যা- । ৩১ । অ জ্বা'আলানী মুবা-রকান্ আইনা মা-কুন্‌তু অআওছোয়া-নী বিছ্‌ছলা-তি অয্‌যাকা-তি মা-দুম্‌তু

নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নামায ও

حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ

হাইয়্যা- ।৩২। অবার্‌রম্ বিওয়া-লিদাতী অলাম্ ইয়াজ্'আল্‌নী জ্বাব্বা-রন্ শাক্বিয়্যা- । ৩৩ । অস্‌সালা-মু 'আলাইয়্যা ইয়াওমা

যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (৩২) এবং মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন, আমাকে হতভাগা করেন নি। (৩৩) আমার

وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ

উলিত্‌তু অইয়াওমা আমূতু অইয়াওমা উব্'আছু হাইয়্যা- । ৩৪ । যা-লিকা 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা ক্বওলাল্

প্রতি শান্তি আমার জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে এবং জীবিত পুনরুত্থিত হবার দিনে। (৩৪) এ হল ঈসা-ইবনে মরিয়ম; যে বিষয়ে

الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ

হাক্ব্ক্বিল্লাযী ফীহি ইয়াম্‌তারূন্। ৩৫। মা-কা-না লিল্লা-হি আইঁ ইয়াত্তাখিযা মিঁও অলাদিন্ সুব্‌হা-নাহ্;

তারা বিতর্ক করে তা তো সত্য। (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন, যখন তিনি পবিত্র কোন কিছু

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

ইযা- ক্বদ্বোয়া ~ আম্‌রন্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৩৬। অইন্নাল্লা-হা রব্বী অরব্বুকুম্

করতে ইচ্ছা করেন তখন 'হও' বলেন, আর অমনি তা হয়ে যায়। (৩৬) নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব, অতএব

فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ

ফা'বুদূহ্ হা-যা-ছির-তুম্ মুস্‌তাক্বীম্। ৩৭। ফাখ্‌ তালাফাল্ আহ্‌যা-বু মিম্ বাইনিহিম্ ফাওয়াইলুল্

তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সোজা পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল। অতএব

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

লিল্লাযীনা কাফারূ মিম্ মাশ্‌হাদি ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ৩৮। আস্‌মি' বিহিম্ অআব্‌ছির ইয়াওমা ইয়া'তূনানা-

মহাদিবস আগমনে দুর্ভোগ কাফেরদের। (৩৮) সেদিন তারা কত চমৎকার শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে

لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ

লা-কিনিজ্‌জোয়া- লিমূনাল্‌ ইয়াওমা ফী দ্বোয়ালা-লিম্‌ মুবীন্‌। ৩৯। ওয়াআন্‌যির্‌হুম্‌ ইয়াওমাল্‌ হাস্‌রতি ইয্‌ কু্‌দ্বিয়াল্‌
আগমন করবে। কিন্তু আজ জালিমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিনের ভয় প্রদর্শন

الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ

আমর্‌। অহুম্‌ ফী গাফ্‌লাতিঁও অহুম্‌ লা-ইয়ু''মিনূন্‌। ৪০। ইন্না-নাহ্‌নু নারিছুল্‌ আর্‌দ্বোয়া
করেন, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে। আর তারা গাফেল এবং তারা বিশ্বাস করে না। (৪০) নিশ্চয়ই আমি প্রকৃত মালিক

وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ

অ মান্‌ 'আলাইহা-অইলাইনা-ইয়ুর্‌জ্বা'ঊন্‌। ৪১। অয্‌কুর্‌ ফিল্‌ কিতা-বি ইব্‌রা-হীম্‌; ইন্নাহূ কা-না
এ যমীন ও তার অধিবাসীর, আর আমার নিকটেই সকলে প্রত্যাবর্তণ করবে। (৪১) এ কিতাবে ইব্রাহীমকে স্মরণ করুন সে ছিল

صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤٢﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا

ছিদ্দীকা ন্নাবিয়্যা।৪২। ইয্‌ ক্বা-লা লিআবীহি ইয়া ~ আবাতি লিমা তা'বুদু মা-লা-ইয়াস্‌মা'উঅলা-ইয়ুব্‌ছিরু অলা-
সত্যনিষ্ট নবী। (৪২) যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা! কেন তার ইবাদত কর, যে না শুনে আর না দেখে, আর

يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ

ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌কা শাইয়া-। ৪৩। ইয়া ~ আবাতি ইন্নী ক্বদ্‌ জ্বা — য়ানী মিনাল্‌ 'ইল্‌মি মা-লাম্‌ ইয়া''তিকা
না তোমার কোন উপকারে আসে? (৪৩) হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসে নি

فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ

ফাত্তাবি'নী ~ আহ্‌দিকা ছিরা-ত্বোয়ান্‌ সাওয়িয়্যা-।৪৪। ইয়া ~ আবাতি লা-তা'বুদিশ্‌ শাইত্বোয়া-ন্‌; ইন্নাশ্‌ শাইত্বোয়া-না
সুতরাং আমাকে অনুসরণ কর, আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করাব। (৪৪) হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই

كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٥﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

কা-না লির্‌রহ্‌মা-নি 'আছিয়্যা-।৪৫। ইয়া ~ আবাতি ইন্নী ~ আখ-ফু আইঁ ইয়ামাস্‌ সাকা 'আযা-বুম্‌ মিনার্‌ রহমা-নি
শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা! আমার আশংকা হয়, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, ফলে

فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ

ফাতাকূনা লিশ্‌শাইত্বোয়া-নি অলিয়্যা-।৪৬। ক্বা-লা আর-গিবুন্‌ আন্‌তা 'আন্‌ আ-লিহাতী ইয়া ~ ইব্‌রা-হীমু লায়িল্লাম্‌
তুমি শয়তানের সাথী হবে। (৪৬) পিতা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার ইলাহ্‌দের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? নিবৃত না

আয়াত-৪০ঃ সিদ্দীক শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, কথা ও কর্মে সত্যবাদী। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নবী রাসূলগণই প্রকৃত সিদ্দীক। অন্যরা নবী রাসূলদের অনুসরণ করে সিদ্দীক এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে স্বয়ং পবিত্র কোরআনে সিদ্দিকাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং নবী ও রাসূলদের জন্য সিদ্দীক হওয়া অপরিহার্য। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৪৩ঃ একজন প্রখ্যাত রাসূল। নিজেকে খোদাদাবী করে নমরূদ নামক এক জালিম বাদশাহের যুগে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। গোটা দেশের জনসাধারণ ছিল মুশরিক। নবীর পিতাও ছিল শির্‌কের ধ্বজাধারীদের অন্যতম একজন। এখানে তিনি তাঁর পিতাকে অত্যন্ত ভদ্রোচিত ভাষায় শির্‌ক পরিত্যাগের আবেদন করেছেন।

ওয়াকফে লাযেম ২ ع ২৫ ৫ রুকু

تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٧﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

তান্‌তাহি লাআর্‌জুমান্নাকা অহ্‌জুরনী মালিয়্যা– । ৪৭ । ক্ব-লা সালা-মুন্ 'আলাইকা সাআস্‌তাগ্‌ফিরু লাকা রব্বী;
হলে তোমাকে পাথরে চূর্ণ করব; চিরতরে দূর হয়ে যাও। (৪৭) বলল, তোমাকে সালাম আমি রবের কাছে ক্ষমা চাইব,

إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٨﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي

ইন্নাহূ কা-না বী হাফিয়্যা–। ৪৮। অ 'আতাযিলুকুম্ অমা-তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি অআদ্‌'উ রব্বী
তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল। (৪৮) আর আমি ত্যাগ করছি তোমাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান কর তাদেরকে, আমি

عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ

'আসা ~ আল্লা ~ আকূ না বিদু'আ — য়ি রব্বী শাক্বিয়্যা–। ৪৯। ফালাম্মা' তাযালাহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা মিন্
রবকেই আহ্বান করি, আশা করি, আমার রবকে আহ্বান করে ব্যর্থ হব না। (৪৯) অতঃপর সে তাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া

دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ

দূনিল্লা-হি অহাব্‌না লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্ব অ ইয়া'ক্বূব্; অকুল্লান্ জ্বা'আল্‌না-নাবিয়্যা-। ৫০। অওয়াহাব্‌না-লাহুম্ মির্
উপাস্যদেরকে ছেড়ে গেল, তাকে ইসহাক ও ইয়া'কূব দান করলাম, প্রত্যেককে নবী করেছি। (৫০) তাদেরকে দিয়েছি

رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ ع ৩ ১০ ৬ রুকু

রহমাতিনা-অজ্বা'আল্‌না- লাহুম্ লিসা-না ছিদ্‌ক্বিন্ 'আলিয়্যা–। ৫১। অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি মূসা ~ ইন্নাহূ
আমার রহমত এবং উঁচুমানের সত্যভাষী বানিয়েছি। (৫১) আর আপনি এ কিতাবে মূসাকে স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই সে

كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٢﴾ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ

কা-না মুখ্‌লাছোঁয়াও অকা-না রাসূলান্ নাবিয়্যা-। ৫২। অনা-দাইনা-হু মিন্ জ্বা-নিবিত্ব্ ত্বূরিল্ আইমানি অক্বাররব্‌না-হু
ছিল মনোনীত রাসূল ও নবী। (৫২) আর আমি তাকে তূর পর্বতের দক্ষিণ হতে ডাকলাম এবং গোপন কথার জন্য নিকটবর্তী

نَجِيًّا ﴿٥٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

নাজ্বিয়্যা–। ৫৩। অ ওয়াহাব্‌না-লাহূ মির্ রহ্‌মাতিনা ~ আখা-হু হা-রূনা নাবিয়্যা-। ৫৪। অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি
করলাম। (৫৩) আর তার ভাই হারূনকে দয়াপূর্বক নবী করে তাকে প্রদান করলাম। (৫৪) আর স্মরণ করুন! এ কিতাবে

إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٥﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

ইস্‌মা'ঈলা ইন্নাহূ কা-না ছোয়া-দিক্বল্ অ'দি অ কা-না রাসূলান্নাবিয়্যা-। ৫৫। অকা-না ইয়া'মুরু আহ্‌লাহূ
বর্ণিত ইসমাঈলকে। নিঃসন্দেহে সে ছিল ওয়াদায় সত্যবাদী এবং ছিল রাসূল, নবী। (৫৫) আর তার পরিবারবর্গকে নামায

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٦﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ

বিছ্ছলা-তি অয্‌যাকা-তি অকা-না 'ইন্‌দা রব্বিহী মার্‌দ্বিয়্যা-। ৫৬। অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি ইদ্‌রীসা
ও যাকাতের নির্দেশ দিত; সে ছিল স্বীয় রবের সন্তোষভাজন। (৫৬) আর এ কিতাবে বর্ণিত ইদ্রীসকে স্মরণ করুন।

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٧﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

ইন্নাহূ কা-না ছিদ্দীক্বান্ নাবিয়্যা-। ৫৭। অ রফা'না-হু মাকা-নান্ 'আলিয়্যা-। ৫৮। উলা — য়িকাল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্
সে মহা সত্যবাদী নবী। (৫৭) আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উঠিয়েছি। (৫৮) এরাই আদম সন্তানের মধ্যকার নবী

مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ

মিনান্নাবিয়্যীনা মিন্ যুর্‌রিয়্যাতি আ-দামা অ মিম্মান্ হামাল্‌না- মা'আ নূহিঁও অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতি ইব্‌রা-হীমা
যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদেরকে নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি, আর যারা ইব্রাহীম ও

وَإِسْرَآءِيلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا

অইস্‌র — ঈলা-অ মিম্মান্ হাদাইনা- অজ্‌তাবাইনা-; ইযা-তুত্‌লা- 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুর্ রহ্‌মা-নি খর্‌রূ
ইস্রাঈলের বংশধর; যাদেরকে হিদায়াত প্রদান করলাম; বাছাই করলাম; তাদের সামনে দয়াময়ের আয়াত পঠিত হলে তারা

রুকু-৪

سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٩﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ

সুজ্জাদাঁও অবুকিয়্যা-। ৫৯। ফাখলাফা মিম্ বা'দিহিম্ খল্‌ফুন্ আদ্বোয়া-উছ্ ছলা-তা অত্তাবা'উশ্ শাহাওয়া-তি
সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। (৫৯) আর তাদের পরে যারা আসল, তারা নামায নষ্ট করল ও লালসার

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٦٠﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ

ফাসাওফা ইয়াল্‌কুওনা গইয়্যা-। ৬০। ইল্লা- মান্ তা-বা অ আ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা
অনুসরণ করল। অচিরেই তারা শাস্তি দর্শন করবে। (৬০) তবে যারা তাওবাকারী, এবং যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ﴿٦١﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ

ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা অলা-ইয়ুজ্‌লামূনা শাইয়া-। ৬১। জ্বান্না-তি 'আদ্‌নি নিল্লাতী অ'আদার্ রাহ্‌মানু
করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; তারা অত্যাচারিত হবে না। (৬১) স্থায়ী জান্নাতে যার ওয়াদা দয়াময় অদৃশ্যে থেকে

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ط إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلٰمًا ط

'ইবা-দাহূ বিল্‌গইব্; ইন্নাহূ কা-না অ'দুহূ মা''তিয়্যা-। ৬২। লা-ইয়াস্‌মা'ঊনা ফীহা- লাগ্‌ওয়ান্ ইল্লা-সালা-মা-;
তাদেরকে প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁর ওয়াদা অবশ্যম্ভাবী।(৬২) তারা তথায় শুনতে পাবে না শান্তি ছাড়া বাজে কোন কথা;

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٣﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

অলাহুম্ রিয্‌কুহুম্ ফীহা-বুক্‌রাতাঁও অ'আশিয়্যা- ।৬৩। তিল্‌কাল্ জ্বান্নাতুল্লাতী নূরিছু মিন্ 'ইবা-দিনা-
আর সেখানে সকালেও সন্ধ্যায় তাদের জন্য জীবিকা থাকবে। (৬৩) এ হল ঐ জান্নাত যার উত্তরাধিকারী এমন বান্দাদের করা

مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٤﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ج لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا

মান্ কা-না তাকিয়্যা-। ৬৪। অমা-নাতানায্‌যালু ইল্লা-বিআম্‌রি রব্বিকা লাহূ মা-বাইনা আইদীনা-অমা-খল্‌ফানা-
হবে যারা মুত্তাকী। (৬৪) আর রবের নির্দেশ ছাড়া নাযিল করি না; তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে যা আমাদের সামনে, পশ্চাতে

وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

অমা-বাইনা যা-লিকা অমা কা-না রব্বুকা নাসিয়্যা-। ৬৫। রব্বুস্ সামা-অ-তি অল্ আর্‌দ্বি অমা-বাইনাহুমা-

ও এ দুয়ের মাঝে আছে। আপনার রব ভুলেন না। (৬৫) তিনি রব আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর;

৪ ع ১৫ ৭ রুকু

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٦﴾ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا

ফা'বুদ্‌হু অছ্‌ত্বোয়াবির্ লি'ইবা-দাতিহ্; হাল্ তা'লামু লাহূ সামিয়্যা- ।৬৬। অ ইয়াকূ লুল্ ইন্‌সা-নু আ ইযা-

সুতরাং তাঁরই দাসত্ব কর, তারই দাসত্বে ধৈর্য ধারণ কর; আপনি কি তাঁর সমগুণী কাকেও চিনেন? (৬৬) আর মানুষ বলে, মৃত্যুর

مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٧﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ

মা-মিত্তু লাসাওফা উখ্‌রাজু হাইয়্যা-। ৬৭। আওয়ালা- ইয়ায্‌কুরুল্ ইন্‌সা-নু আন্না-খলাক্ব্‌না-হু মিন্ ক্বব্‌লু

পরে কি জীবিত বের হব? (৬৭) মানুষ কি এ কথা স্মরণ করে না যে, তাকে আমিই ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি; যখন সে

وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٨﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

অলাম্ ইয়াকু শাইয়া-। ৬৮। ফাওয়া রব্বিকা লানাহ্‌শুরন্নহুম্ অশ্‌শাইয়াত্বীনা ছুম্মা লানুহ্‌দ্বিরন্নাহুম্ হাওলা

কিছুই ছিল না। (৬৮) রবের শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে শয়তানসহ একত্র করব, পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের

جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ★

জাহান্নামা জিছিয়্যা-। ৬৯। ছুম্মা লানান্‌যি'আন্না মিন্ কুল্লি শী'আতিন্ আইয়্যুহুম্ আশাদ্দু 'আলার্ রহ্‌মা-নি 'ইতিয়্যা-।

পাশে নতজানু অবস্থায় হাযির করব। (৬৯) অত:পর যে দয়াময়ের অবাধ্য তাকে প্রত্যেক দল থেকে টেনে বের করবই।

﴿٧٠﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧١﴾ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ

৭০। ছুম্মা লানাহ্‌নু আ'লামু বিল্লাযীনা হুম্ আওলা বিহা-ছিলিয়্যা-। ৭১। অ ইম্মিন্‌কুম্ ইল্লা-ওয়া-রিদুহা-

(৭০) যারা জাহান্নামী তাদের বিষয়ে আমি ভালভাবে অবগত রয়েছি। (৭১) আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে,

كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا

কা-না 'আলা-রব্বিকা হাত্‌মাম্ মাক্ব্‌দিয়্যা-। ৭২। ছুম্মা নুনাজ্জিল্লাযী নাত্তাক্বও অ নাযারুজ্ জোয়া-লিমীনা ফীহা-

এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (৭২) পরে আমি মুত্তাকীদেরকে মুক্তি প্রদান করব এবং জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায়

جِثِيًّا ﴿٧٣﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ

জ্বিছিয়্যা- ।৭৩। অইযা-তুত্‌লা-'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-বাইয়্যিনা-তিন্ ক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ ~

(জাহান্নামে) ছেড়ে দিব। (৭৩) আর যখন তাদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াত শুনান হয় তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে,

আয়াত-৬৬ ঃ এখানে ঐ উত্তরসূরীদের আক্বীদা সম্বন্ধে বিবৃত হচ্ছে, যারা হাশরে অবিশ্বাস করে। এরা বলত, আমরা কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব। এর উত্তরে বলা হচ্ছে , আদম সন্তানের কি এটা স্মরণ নেই যে, তারা কিছুই ছিল না, তাদেরকে অস্তিত্ব আমিই দিয়েছি? সুতরাং, যিনি অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে পুনর্জীবিত করা কি কোন জটিল বিষয়? এ উপস্থাপনার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতিই সুদৃঢ় করছেন যে, আমি তাদেরকে মৃত্যুর পর অবশ্যই একত্রিত করব এবং তাদের পথভ্রষ্টকারী শয়তানদেরকেও। অতঃপর এদের সকলকে জাহান্নামের নিকট সমবেত করব আর তারা বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর কাফেরদের প্রত্যেকটি দল হতে অহংকারকারীদেরকে ও বিভ্রান্তকারীদেরকে বাছাই করে নিব এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে প্রথমে এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আয়াত-৭১ ঃ জাহান্নাম প্রত্যেক মু'মিন

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٤﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ

আইয়্যুল্ ফারীক্বইনি খইরুম্ মাক্ব-মাঁও অআহ্সানু নাদিয়্যা– ।৭৪-আ কাম্ আহ্লাক্না-ক্ববলাহুম্ মিন্ ক্বর্নিন্ হুম্

উভয়দলের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে কার স্থান উত্তম ও কার মজলিস সুন্দর?(৭৪) আর আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি

أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿٧٥﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ

আহ্সানু আছা ছাঁও- অরি'"ইয়া– ।৭৫। ক্বুল্ মান্ কা-না ফিদ্ব দ্বোয়ালা–লাতি ফাল্ ইয়াম্দুদ্ লাহুর্ রহ্মা-নু

বহু জনপদকে যারা ছিল সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চেয়ে উত্তম। (৭৫) বলুন, যে ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে দয়াময় তাদেরকে

مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ

মাদ্দা-হাত্তা ~ ইযা-রায়াও মা-ইয়ূ'আদূনা ইম্মাল্ 'আযা-বা অ ইম্মাস্ সা-'আহ্; ফাসাইয়া'লামূনা

যথেষ্ট অবকাশ দিতেছেন; অবশেষে যখন তারা সে বিষয় প্রত্যক্ষ করবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল- হয় আযাব না হয়

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٦﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ

মান্ হুওয়া শাররুম্ মাকা-নাঁও অআদ্'আফু জু্ন্দা– ।৭৬। অইয়াযীদুল্লা-হু ল্লাযী নাহ্তাদাও হুদা–;

কিয়ামত, তখন জানতে পারবে যে, কে নিকৃষ্ট স্থানে ও দুর্বল দলে আছে।(৭৬) যারা হেদায়াত প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের হেদায়াত

وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾ أَفَرَءَيْتَ

অল্‌বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছোয়া-লি হা-তু খইরুন্ 'ইন্দা রব্বিকা ছাওয়া-বাঁও অ খাইরুম্ মারাদ্দা– । ৭৭। আফারয়াইতাল্

বৃদ্ধি করেন; স্থায়ী সৎকর্ম আপনার রবের কাছে প্রতিদান ও পরিণাম হিসেবে শ্রেষ্ঠ। (৭৭) যারা আমার আয়াতসমূহ

الَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٨﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ

লাযী কাফার বিআ-ইয়া-তিনা–অক্ব-লা লাউতাইয়ান্না মা-লাঁও অ অলাদা– ।৭৮। আত্ত্বোয়ালা'আল্ গইবা আমিত্তাখযা

অস্বীকার করে তারা কি দেখেন নি? যে বলে, আমাকে ধন-জন দেয়া হবে। (৭৮) তবে কি সে গায়েব জানতে পেরেছে, না

عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٩﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۞

'ইন্দার্ রহ্মা-নি 'আহ্দা-। ৭৯। কাল্লা–; সানাক্তুবু মা-ইয়াক্বূলু অনামুদ্দু লাহূ মিনাল্ 'আযা-বি মাদ্দা–।

কি দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। (৭৯) কখনো না, সে যা বলে তা আমি লিখব। এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করব।

﴿٨٠﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨١﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا

৮০। অ নারিছুহূ মা-ইয়াক্বূলু অ ইয়া'"তীনা-ফার্দা–। ৮১। অত্তাখাযূ মিন্ দূ নিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লিইয়াকূনূ

(৮০) তাকে স্বীয় কথার অধিকারী করব, আমার কাছে একা আসবে। (৮১) তারা গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ যেন

ও কাফেরকে তা দেখানো হবে, অবশ্য এর উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ আলাদা। কাফেরগণকেতো তাতে ঢুকাবার জন্য এবং অনন্তকাল শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দেখান হবে, আর মু'মিনদেরকে তার উপর বিদ্যমান পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য যেন বেহেশতে প্রবেশ করে তারা অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর গুনাহ্‌গার মু'মিনদেরকে সেখানে কিছু দিন শাস্তি দিয়ে পবিত্র করে তোলা হবে।
আয়াত-৭৫ ঃ অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা নিজেদের সহায়কভাবে এবং তজ্জন্য গর্ববোধ করে, পরকালে তাদের উপলব্ধি হবে, তাদের মধ্যে শক্তি সামর্থ্য কত আছে। কারণ, সেখানে তাদের শক্তি বলতে কিছুই থাকবে না। উল্লেখ্য যে, এখানে "আদ্'আফু" তুলনামূলক শব্দ হওয়াতে কারও যেন তাতে এ সন্দেহ না হয় যে, সেখানে ওদেরও শক্তি থাকবে, অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম হবে। (বঃ কোঃ)

ع ১৯ ৮ রুকু

لَهُمْ عِزًّا ﴿٨٢﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا

লাহুম্ ই'য্যা- ।৮২। কাল্লা-; সাইয়াক্‌ফুরূনা বি'ইবা-দাতিহিম্ অইয়াকূনূনা 'আলাইহিম্ দ্বিদ্দা- ।৮৩। আলাম্‌তার আন্না ~

তারা তাদের সহায় হয়। (৮২) কখনো না। তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হবে। (৮৩) আপনি কি

أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٤﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا

আর্‌সাল্‌নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা 'আলাল্ কা-ফিরীনা তায়ুয্‌যুহুম্ আয্‌যা- ।৮৪। ফালা-তা'জ্বাল্ 'আলাইহিম্; ইন্নামা-

দেখেন নি উত্তেজনার জন্য কাফেরদের নিকট শয়তান প্রেরণ করেছি। (৮৪) তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি

نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٥﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٦﴾ وَنَسُوقُ

না'উদ্দু লাহুম্ 'আদ্দা- । ৮৫ । ইয়াওমা নাহ্‌শুরুল্ মুত্তাক্বীনা ইলার্ রহমা-নি অফ্‌দা- । ৮৬ । অ নাসূ ক্বুল্

তাদেরকে গুণে রাখছি। (৮৫) সেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে দয়াময়ের মেহমানরূপে জমা করব। (৮৬) আর পাপীদেরকে

ওয়াক্‌ফে লাযেম

الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٧﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

মুজ্‌রিমীনা ইলা-জ্বাহান্নামা ওয়িরদা-৮৭। লা-ইয়াম্‌লিকূনাশ্ শাফা-'আতা ইল্লা-মানিত্তাখযা 'ইন্দার্

তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৮৭) তখন কেউ হবে না সুপারিশের অধিকারী দয়াময়ের

ওয়াক্‌ফে লাযেম

الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٨﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٩﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ★

রহমা- নি 'আহ্‌দা- । ৮৮ । অ ক্বা-লুত্তাখযার্ রহ্‌মা-নু অলাদা- । ৮৯ । লাক্বদ্ জ্বি'তুম্ শাইয়ান্ ইদ্দা- ।

অনুমতিপ্রাপ্ত ছাড়া। (৮৮) তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিঃসন্দেহে তোমরা জঘন্য বিষয় এনেছ;

﴿٩٠﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ★

৯০। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্বোয়ার্‌না মিন্‌হু অতান্‌শাক্কুল্ আর্‌দ্বু অতাখির্‌রুল্ জ্বিবা-লু হাদ্দা- ।

(৯০) এতে হয়ত আকাশ মণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর যমীন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যাবে।

﴿٩١﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ★

৯১। আন্ দা'আও লির্‌রহ্‌মা-নি অলাদা- । ৯২ । অমা-ইয়াম্‌বাগী লির্‌রহ্‌মা-নি আইঁ ইয়াত্তাখিযা অলাদা- ।

(৯১) কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি সন্তান দাবি করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ দয়াময় জন্য শোভা পায় না।

﴿٩٣﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٤﴾ لَقَدْ

৯৩। ইন্ কুল্লু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ইল্লা ~ আ-তির্ রহ্‌মা-নি 'আব্‌দা- । ৯৪ । লাক্বদ্

(৯৩) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই হাযির হবে দয়াময় আল্লাহর সিমীপে তাঁর বান্দারূপে। (৯৪) তিনি

أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٥﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

আহ্‌ছোয়া-হুম্ অ 'আদ্দাহুম্ 'আদ্দা- । ৯৫ । অ কুল্লুহুম্ আ-তীহি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফার্‌দা- । ৯৬ । ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ

তাদের সকলকে ঘিরে ও গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) আর তারা সকলে একা আসবে পরকালে। (৯৬) যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি সাইয়াজ্'আলু লাহুমুর্ রহ্মা-নু উদ্দা- । ৯৭ । ফাইন্নামা-ইয়াস্সার্না-হু বিলিসা-নিকা

এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্যমানুষের হৃদয়ে দয়াময় ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। (৯৭) অতঃপর কোরআনকে আপনার

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

লিতুবাশ্শির বিহিল্ মুত্তাক্বীনা অতুন্যির বিহী ক্বওমাল্ লুদ্দা- । ৯৮ । অকাম্ আহ্লাক্না- ক্ববলাহুম্

ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। যাতে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দেন আর কলহকারীদের সাবধান করেন। (৯৮) আর তাদের পূর্বে বহু

مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

মিন্ ক্বরন্; হাল্ তুহিস্সু মিন্হুম্ মিন্ আহাদিন আও তাস্মা'উ লাহুম্ রিক্যা- ।

মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি! আপনি কি তাদের কাকেও দেখেন বা তাদের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পান?

রুকু ১৬ ৯

সূরা ত্বোয়া-হা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৩৫
রুকূ ঃ ৮

طٰهٰ ﴿١﴾ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾

১। ত্বোয়া-হা-। ২। মা ~ আন্যাল্না- 'আলাইকাল্ ক্বুর্আ-না লিতাশ্ক্ব ~ । ৩। ইল্লা-তায্কিরতাল্ লিমাই ইয়াখ্শা-।

(১) তোয়া, হা। (২) আপনি কষ্ট করার জন্য কোরআন নাযিল করি নি। (৩) বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানের জন্য যে ভয় করে।

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

৪। তান্যীলাম্ মিম্মান, খলাক্বল্ আর্দ্বোয়া অস্সামা-ওয়া-তিল্ 'উলা- । ৫। আররহ্মানু 'আলাল্ 'আর্শিস্

(৪) (এ কোরআন) যমীন ও উচ্চ আকাশের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত। (৫) তিনি পরম দয়ালু, আরশে

لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ۝٩ وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٠ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ

লাহুল্ আস্মা — য়ুল্ হুস্না- । ৯ । অহাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা- । ১০ । ইয্ রয়া-না-রন্ ফাক্ব-লা

সকল উত্তম নাম তাঁরই । (৯) আর আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত এসেছে? (১০) যখন সে আগুন দেখল, অতঃপর নিজ

ওয়াকুফে লাযেম

لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ

লিআহ্লিহিম্কুছূ ~ ইন্নী ~ আ-নাস্তু না-রল্লা'আল্লী ~ আ-তীকুম্ মিন্হা- বিক্বাসিন্ আও আজ্বিদু 'আলান্না-রি

পরিবারকে বলল, তোমরা থাম আমি আগুন দেখছি । তোমাদের জন্য আগুন আনতে পারি বা আগুনের কাছে কোন পথ

هُدًى ۝١١ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ۝١٢ اِنِّىْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ

হুদা- । ১১ । ফালাম্মা ~ আতা-হা- নূদিয়া ইয়া-মূসা- । ১২ । ইন্নী ~ আনা রব্বুকা ফাখ্লা' না'লাইকা ইন্নাকা

পাব । (১১) যখন তার কাছে আসল, শব্দ হল, হে মূসা! (১২) আমিই তোমার রব । তুমি তোমার পাদুকাদ্বয় খোল, তুমি এখন

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٣ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝١٤ اِنَّنِىْۤ اَنَا اللّٰهُ

বিল্ওয়া-দিল্ মুক্বাদ্দাসি তুঅ- । ১৩ । অ আনাখ্ তারতুকা ফাস্তামি' লিমা- ইয়ূহা- । ১৪ । ইন্নানী ~ আনাল্লা-হু

অবস্থান করছ পবিত্র তুয়া উপত্যকায় । (১৩) তোমাকে নির্বাচিত করলাম, কাজেই অহী মন দিয়ে শোন । (১৪) আমিই আল্লাহ্!

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝١٥ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ

লা ~ ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফা'বুদ্নী অআক্বিমিছ্ ছলা-তা লিযিক্রী । ১৫ । ইন্নাস্ সা'আতা আ-তিয়াতুন্ আকা-দু

আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই । আমার ইবাদাত কর । আমার স্মরণে নামায আদায় কর । (১৫) কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তা আমি

اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ۝١٦ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا

উখ্ফীহা-লিতুজ্ যা-কুল্লু নাফ্সিম্ বিমা-তাস্'আ- । ১৬ । ফালা-ইয়াছুদ্দান্নাকা 'আন্হা-মাল্লা-ইয়ু''মিনু বিহা-

গোপন রাখতে চাই, যেন সবাই কর্মের ফল পায় । (১৬) যে তা বিশ্বাস করে না ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝١٧ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝١٨ قَالَ هِىَ عَصَاىَ ج

অত্তাবা'আ হাওয়া-হু ফাতারদা- । ১৭ । অমা-তিল্কা বিইয়ামীনিকা ইয়া-মূসা- । ১৮ । ক্ব-লা হিয়া 'আছোয়া-ইয়া

বিরত না রাখে; নতুবা তুমি ধ্বংস হবে । (১৭) হে মূসা! ডান হাতে ওটা কি? (১৮) মূসা বলল, এটা আমার লাঠি; এর

اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۝١٩ قَالَ اَلْقِهَا

আতাওয়াক্কায়ু 'আলাইহা-অআহুশ্শু বিহা-'আলা-গনামী অলিয়া ফীহা- মা-আ-রিবু উখ্র- । ১৯ । ক্ব-লা আল্ক্বিহা-

উপর ভর দিই, ছাগলের জন্য পাতা পাড়ি, আর এটা আমার অন্য কাজেও লাগে । (১৯) আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! তা

يٰمُوْسٰى ۝٢٠ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝٢١ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ قف سَنُعِيْدُهَا

ইয়া-মূসা- । ২০ । ফাআল্ক্ব-হা- ফাইযা-হিয়া হাইয়্যাতুন্ তাস্'আ- । ২১ । ক্ব-লা খুয্হা-অলা- তাখাফ্ সানু'ঈদুহা-

নিক্ষেপ কর । (২০) অত:পর সে তা নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান সাঁপ হল । (২১) বললেন, ধর, ভয় করো না

سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

সীরতাহাল্ ঊলা–। ২২। ওয়াদ্বমুম্ ইয়াদাকা ইলা–জ্বানা-হিকা তাখ্রুজ্ব বাইদ্বো — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িন
আমি ওটাকে, পূর্বরূপে ফিরিয়ে দিব। (২২) আর তুমি তোমার হাত বগলে রাখ দেখবে তা দোষ ছাড়া সাদা হয়ে বের

১ ع ২৪ ১০ রুকু

آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

আ-ইয়াতান্ উখ্র–। ২৩। লিনুরিয়াকা মিন্ আ-ইয়া-তিনাল্ কুব্র–। ২৪। ইয্হাব্ ইলা–ফির'আউনা ইন্নাহূ ত্বগ–।
হবে, এটি অন্য নিদর্শন। (২৩) যেন মহা নিদর্শনের কিছু দেখাই। (২৪) ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমা লংঘণকারী।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ

২৫। ক্ব–লা রব্বিশ্ রহ্লী ছোয়াদ্রী। ২৬। অ ইয়াস্সির্লী ~ আম্রী। ২৭। ওয়াহ্লুল্ 'উক্বদাতাম্ মিল্
(২৫) বলল, হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) আমার কর্ম সহজ করুন। (২৭) আর জড়তা দূর করুন আমার

لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي

লিসা-নী। ২৮। ইয়াফ্ক্বাহূ ক্বওলী। ২৯। অজ্'আল্লী অযীরাম্ মিন্ আহ্লী। ৩০। হারূনা আখী
জিহ্বার। (২৮) যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) পরিবার থেকে সাহায্যকারী দিন; (৩০) ভাই হারুনকে;

﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ

৩১। শ্দুদ্ বিহী ~ আয্রী। ৩২। অ আশ্রিক্হু ফী ~ আম্রী। ৩৩। কাই নুসাব্বিহাকা কাছীর-। ৩৪। অ নায্ কুরকা
(৩১) তারদ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন; (৩২) তাকে আমার কর্মে শরীক করুন। (৩৩) যেন আপনার অধিক তাস্বীহ করি; (৩৪) আপনাকে বেশি

كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ

কাছীর- ৩৫। ইন্নাকা কুন্তা বিনা-বাছীর-। ৩৬। ক্ব-লা ক্বদ্ ঊতীতা সু'লাকা ইয়া-মূসা-। ৩৭। অ লাক্বদ্
বেশি স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনিতো আমাদেরকে দেখেন। (৩৬) বললেন, হে মূসা! অবশ্যই তোমাকে দেয়া হল, যা তুমি চেয়েছ। (৩৭) তোমার

مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي

মানান্না– 'আলাইকা মার্রতান্ উখ্র ~ । ৩৮। ইয্ আওহাইনা ~ ইলা ~ উম্মিকা মা-ইয়ূহা ~ । ৩৯। আনিক্ব্ যি ফীহি ফিত
প্রতি আরও একবার দয়া করেছি; (৩৮) যা নির্দেশ করার, তোমার মায়ের প্রতি নির্দেশ করেছি। (৩৯) যে, তাকে সিন্দুকে

التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ

তা-বূতি ফাক্ব্ যি ফীহি ফিল্ ইয়াম্মি ফাল্ইয়ুল্ক্বিহিল্ ইয়াম্মু বিস্সা-হিলি ইয়া'খুয্হু 'আদুওউল্লী ওয়া'আদুওউল
রাখ; তারপর তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও; অতঃপর সমুদ্র তাকে তীরে উঠাবে; আমার শত্রু ও তার শত্রু তাকে উঠিয়ে নিয়ে

আয়াত–৩৮ ঃ যে সময় ফিরাউন বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তান হত্যায় মেতেছিল, সে সময়ে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ভীত হয়ে পড়লেন। ফিরাউনের কর্মচারীরা সংবাদ পেলে প্রিয় পুত্রকে তো হত্যা করবেই তদুপরি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার খবর অবহিত না করায় তাদের ওপরও লাঞ্ছনা আসবে। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকে স্বপ্নযোগে অথবা এলহামের দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, মূসাকে সিন্দুকে ভরে নীল-নদে ভাসিয়ে দাও এবং প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তাঁর সন্তান তাঁর ক্রোড়ে শীঘ্রই পৌছে যাবে। তদনুসারে মূসা (আঃ)-কে একটি সিন্দুকে ভরে তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফেরাউনের হস্তগত হলেন। অনন্তর ফিরাউন স্বীয় মমতায় এবং আছিয়ার অভিলাসে হযরত মূসা (আঃ)- কে পুষ্যপুত্র বানিয়ে নিল।

لَهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٤٠﴾ إِذْ تَمْشِىٓ

ওয়াক্ফে লাযেম

লা-হ্; অআল্ক্বইতু 'আলাইকা মাহাব্বাতাম্ মিন্নী অলিতুছ্না'আ 'আলা-আইনী । ৪০ । ইয্ তাম্শী ~

যাবে; আর আমি আমার ভালবাসা তোমাকে দিয়েছি, যেন আমার সামনে গড়ে ওঠ । (৪০) যখন তোমার বোন এসে বলল,

أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ

উখ্তুকা ফাতাকূ্লু হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা-মাই ইয়াক্ফুলুহ্; ফারাজা্'না-কা ইলা ~ উম্মিকা কাই তাক্বর্‌র

আমি কি তোমাদেরকে বলব, কে তাকে লালন পালন করবে? অত:পর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম; যেন তার

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ

'আইনুহা-অলা-তাহ্যান্; অ ক্বতাল্তা নাফ্সান্ ফানাজ্জাইনা-কা মিনাল্ গম্মি অফাতান্না-কা-ফুতূনা-;

চোখ জুড়ায়, দুঃখ না পায় । তুমি একজনকে হত্যা করেছ, অত:পর আমি তোমাকে চিন্তা হতে মুক্তি দিয়েছি । আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি, তুমি

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤١﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ

ফালাবিছ্তা সিনীনা ফী ~ আহ্লি মাদ্ইয়ানা ছুম্মা জি্'তা 'আলা- ক্বদারিই ইয়া-মূসা- । ৪১ । অছ্ত্বোয়ানা'তুকা

মাদ্ইয়ানীবাসীদের মাঝে কয়েক বছর ছিলে, পরে নির্দিষ্ট সময়ে এখানে এসেছ, হে মূসা! । (৪১) তোমাকে আমার জন্য

لِنَفْسِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٣﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ

লিনাফ্সী । ৪২ । ইয্হাব্ আন্তা অআখূকা বিআ-ইয়া-তী অলা-তানিয়া-ফী যিক্রী । ৪৩ । ইয্হাবা ~ ইলা-

তৈরি করেছি । (৪২) তোমার ভাইসহ আমার আয়াত নিয়ে যাও, আমার স্মরণে তোমরা শৈথিল্য করো না । (৪৩) উভয়ে ফেরাউনের

فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَا رَبَّنَآ

ফির'আউনা ইন্নাহূ ত্বোয়াগ- । ৪৪ । ফাকূ্লা লাহূ ক্বওলাল্ লাইয়্যিনা ল্লা'আল্লাহূ ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখ্শা- । ৪৫ । ক্বা-লা রব্বানা ~

নিকট যাও, সে অবাধ্য । (৪৪) তাকে কথা বলবে, সম্ভবত সে গ্রহণ করবে উপদেশ অথবা ভয় পাবে । (৪৫) বলল, হে রব!

إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٦﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ

ইন্নানা-নাখা-ফু আঁই ইয়াফ্রুত্বোয়া 'আলাইনা ~ আও আঁই ইয়াত্ব্গ- । ৪৬ । ক্ব-লা লা-তাখ-ফা ~ ইন্নানী মা 'আকুমা ~

আমরা ভয় করি, সে আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি বা দৌরাত্ম করবে ।(৪৬) আল্লাহ বললেন, ভয় পেয়ো না; আমি তোমাদের সঙ্গে

أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٧﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۖ

আস্মা'উ আআর- । ৪৭ । ফা'তিয়া-হু ফাকূ্লা ~ ইন্না রসূলা-রব্বিকা ফাআর্সিল্ মা 'আনা বানী ~ ইস্রা — ঈলা

আছি; আমি শুনি ও দেখি । (৪৭) অতঃপর যাও, বল, আমরা তোমার রবের রাসূল, বনী ইস্রাঈলদেরকে আমাদের সঙ্গে গমন করতে

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ *

অলা-তু'আয্যিব্হুম্; ক্বদ্ জি্'না-কা বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিক্; অস্সালা-মু 'আলা-মানিত্তাবা'আ ল্ হুদা- ।

দাও । তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিও না । আমরা আমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি । সৎপথের অনুসারীদের জন্য শান্তি ।

﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا

৪৮। ইন্না-ক্বদ্ উহিয়া ইলাইনা ~ আন্নাল্ 'আযা-বা 'আলা-মান্ কায্যাবা অ তাওয়াল্লা- ।৪৯। ক্ব-লা ফামার্ রব্বুকুমা-
(৪৮) আমাদের প্রতি অহী এসেছে যে, আযাব তো তার জন্য, যে মিথ্যাবাদী ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) বলল, হে মূসা!

يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا

ইয়া-মূসা-। ৫০। ক্ব-লা রব্বুনাল্লাযী ~ 'আত্বো য়া-কুল্লা শাইয়িন্ খল্ক্বহূ ছুম্মা হাদা-। ৫১। ক্ব-লা ফামা-
তোমাদের রব কে? (৫০) (মূসা) বলল, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে আকৃতি দিয়েছেন, পরে পথ দিয়েছেন। (৫১) বলল, প্রাথমিক

بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا

বা-লুল্ কু্রূ নিল্ উলা-। ৫২। ক্ব-লা 'ইল্মুহা 'ইন্দা রব্বী ফী কিতা-বিন্ লা-ইয়াদ্বিল্লু রব্বী অলা-
যুগের কি অবস্থা? (৫২) বলল, তার জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে লিখিত আছে, তিনি বিভ্রান্ত হন না, ভুলেও

يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ

ইয়ান্সা-। ৫৩। আল্লাযী জা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া মাহ্দাঁও অ সালাকা লাকুম্ ফীহা-সুবুলাঁও অ আন্যালা
যান না। (৫৩) যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা করেছেন, আর তাতে চলার পথ দিয়েছেন, এবং তিনি আকাশ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا

মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়; ফাআখ্রাজ্না-বিহী ~ আয্ওয়া জাম্ মিন্ নাবা-তিন্ শাত্তা-। ৫৪। কুলূ অর্'আও
থেকে পানি বর্ষালেন; অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদ উদগত করাই। (৫৪) তোমরা খাও, এবং তোমাদের গবাদি

২ ع ৩০ ১১ রুকু

أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

আন্'আ-মাকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিউলিন্নুহা-। ৫৫। মিন্হা খালাক্বনা-কুম্ অ ফীহা নু'ঈদুকুম্
পশু চরাও; নিঃসন্দেহে জ্ঞানীদের জন্য তাতে নিদর্শন আছে। (৫৫) তা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর তাতেই প্রত্যাবর্তন

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ *

অ মিন্হা-নুখ্রিজুকুম্ তা-রাতান্ উখ্রা-।৫৬। অ লাক্বদ্ আরইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- কুল্লাহা-ফাকায্যাবা অ আবা-।
করার এবং তা হতে আবার বের করব। (৫৬) তাকে (ফিরঊন) সকল নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু সে মিথ্যারোপ ও অমান্য করেছে।

﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ

৫৭। ক্ব-লা আজি'তানা-লিতুখ্রিজানা- মিন্ আর্দ্বিনা-বিসিহ্রিকা ইয়া-মূসা-। ৫৮। ফালানা'' তিয়ান্নাকা বিসিহ্রিম্
(৫৭) সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদেরকে যাদু বলে দেশ হতে বহিষ্কার করতে এসেছ?(৫৮) তা হলে আমরাও তদ্রূপ

আয়াত-৫৫ ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, কোরআনের ভাষা হতে বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। এ বিষয়ে সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেও বর্ণিত রয়েছে। যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃষ্টি কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এ মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃষ্টি মাটি ও বীর্য উভয় দ্বারাই হয়। (মাঃ কোঃ)

مِثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى*

মিছ্লিহী ফাজ্'আল্ বাইনানা-অ বাইনাকা মাও'ইদাল্ লা- নুখ্লিফুহূ নাহ্নু অলা ~ আন্তা মাকা-নান্ সুওয়া-।
যাদু নিয়ে আসব আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রশস্ত স্থানে, সময় নির্দিষ্ট কর, ব্যতিক্রম না আমরা করব, আর না তুমি করবে।

٥٩ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ٦٠ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ

৫৯। ক্ব-লা মাও'ইদু কুম্ ইয়াওমুয্ যীনাতি অআঁ ইয়ুহ্শারান্না-সু দুহা-। ৬০। ফাতাওয়াল্লা-ফির্'আউনু
(৫৯) (মূসা) বলল, তোমাদের প্রতিশ্রুতির দিন মেলার দিনই, যেন পূর্বাহ্নেই সব লোক জমা হয়। (৬০) ফেরাউন প্রস্থান করল

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ٦١ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

ফাজ্বামা'আ কাইদাহূ ছুম্মা আতা-। ৬১। ক্বা- লা লাহুম্ মূসা- অইলাকুম্ লা-তাফ্তারূ 'আলাল্লা-হি কাযিবান্
পরে তার কৌশল নিয়ে ফিরে আসল। (৬১) মূসা তাদেরকে বলল; ধিক তোমাদের, আল্লাহর প্রতি তোমরা মিথ্যারোপ করো না, তিনি

فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ٦٢ فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

ফাইয়ুস্হিতাকুম্ বি'আযা-বিন্ অক্বদ্ খ-বা মানিফ্ তার-। ৬২। ফাতানা-যা'উ ~ আমরহুম্ বাইনাহুম্
তোমাদেরকে আযাব দ্বারা নিশ্চিহ্ন করবেন; যারা মিথ্যা রচনাকারী তারা সফল হয় না। (৬২) তারপর যাদুকররা তাদের নিজেদের

وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ٦٣ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ

অ আসাররুন্ নাজ্ব ওয়া-। ৬৩। ক্ব-লূ ~ ইন্ হা-যা-নি লাসা-হির-নি ইয়ুরীদা-নি আইঁ ইয়ুখ্রিজ্বাকুম্ মিন্
মধ্যেই বিতর্ক শুরু করে দিল এবং গোপন পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল, এ দুজন যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদুর দ্বারা তোমাদেরকে

اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ٦٤ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا

আরদ্বিকুম্ বিসিহ্রিহিমা-অইয়ায্হাবা- বিত্বোয়ারীক্বতিকুমুল্ মুছ্লা-। ৬৪। ফাআজ্ মিউ' কাইদাকুম্ ছুম্মা''তূ
এ দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের সুখী জীবনের বিলুপ্তী সাধন করতে। (৬৪) তোমাদের কৌশল একত্র কর,

صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ٦٥ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ

ছফ্ফান্, অ-ক্বদ আফলাহাল্ ইয়াওমা মানিস্ তা'লা-। ৬৫। ক্ব-লূ ইয়া মূসা ~ ইম্মা ~ আন্ তুল্ক্বিয়া অইম্মা ~
তারপর সারিবদ্ধভাবে হাযির হও। আজকে যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম। (৬৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে,

اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ٦٦ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ

আন্ নাকূনা আওঅলা মান্ আল্ক্ব-। ৬৬। ক্ব-লা বাল্ আল্ক্বূ ফাইযা-হিবা-লুহুম্ অ 'ইছিয়্যুহুম্ ইয়ুখইয়্যালু
না হয় আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই। (৬৬) (মূসা) বলল, বরং তোমরা প্রথমে নিক্ষেপ কর, হঠাৎ যাদুর প্রভাবে মনে হল,

اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ٦٧ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ٦٨ قُلْنَا

ইলাইহি মিন্ সিহ্রিহিম্ আন্নাহা-তাস্'আ। ৬৭। ফাআওজ্বাসা ফী নাফ্সিহী খীফাতাম্ মূসা-। ৬৮। কুল্না-
দড়ি ও লাঠিগুলো সব ছোটাছুটি করতেছে। (৬৭) ফলে অন্তরে কিছুটা ভয় অনুভব করল মূসা। ৬৮। আমি (মূসাকে) বললাম,

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٩﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا

লা-তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ 'আলা- ।৬৯। অ আল্ক্বি মা-ফী ইয়ামীনিকা তাল্ক্বফ্ মা-ছোয়ানা'উ; ইন্নামা-
ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর; তাদের বানানো সর্বগ্রাস করবে।

صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٧٠﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا

ছোয়ানা'উ কাইদু সা-হির্; অলা -ইয়ুফ্লিহুস্ সা- হিরু হাইছু আতা- । ৭০। ফাউলক্বিয়াস্ সাহারতু সুজ্জাদান্
তারা যা করেছে তা যাদুর কৌশল, যাদুকররা কোথায়ও সফল হয় না। (৭০) অত:পর যাদুকররা সেজদায় পড়ল ও বলল,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧١﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ

ক্ব-লূ ~ আ-মান্না -বিরব্বি হা-রূনা অমূসা- । ৭১। ক্ব-লা আ-মান্তুম্ লাহূ ক্বব্লা আন্ আ-যানা লাকুম্; ইন্নাহূ
হারূন ও মূসার রবকে বিশ্বাস করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল, কি অনুমতির পূর্বেই ঈমান আনলে! মনে হয় সে তোমাদের প্রধান,

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ

লাকাবী রুকুমুল্লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্র ফালাউক্বত্ত্বি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআর্‌জুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিঁও
সে তোমাদেরকে যাদু শিখায়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলবে, তোমাদেরকে

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ

অ লায়ুছোয়াল্লিবান্নাকুম্ ফী জুযূ 'ইন্নাখ্লি অলা-তা'লামুন্না আইয়্যুনা ~ আশাদ্দু 'আযা-বাঁও অআব্‌ক্বা- ।
আমি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করব; তোমরা অবগত হতে পারবে যে, কার শাস্তি কঠোর ও স্থায়ী।

﴿٧٢﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ

৭২। ক্ব-লূ লান্ নু'ছিরকা 'আলা - মা -জ্বা — য়ানা মিনাল্ বাইয়্যিনা -তি অল্লাযী ফাত্বোয়ারনা ফাক্বদ্বি
(৭২) যাদুকররা বলল, তোমাকে প্রাধান্য দিবই না; আমাদের কাছে যে নিদর্শন এসেছে এবং ঐ সত্তার উপর যিনি আমাদের স্রষ্টা

مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا

মা ~ আন্তা ক্ব-দ্ব; ইন্নামা- তাক্বদী হা-যিহিল্ হা-ইয়াতাদ্দুন্‌ইয়া- ।৭৩। ইন্না ~ আ-মান্না -বিরব্বিনা- লিইয়াগ্‌ফিরলানা-
তোমার যা ইচ্ছা, তা কর; তুমিতো পার্থিব জীবনের কিছু করতে পার। (৭৩) আমরা আমাদের রবকে বিশ্বাস করেছি,

خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٤﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ

খাত্বোয়া-ইয়া -না অমা ~ আক্‌রহ্‌তানা 'আলাইহি মিনাস্ সিহ্‌র্; অল্লা-হু খইরুঁও অ আব্‌ক্ব- ৭৪। ইন্নাহূ মাঁই ইয়া"তি
যেন তিনি আমাদের পাপ ও তোমার দ্বারা বাধ্য যাদু ক্ষমা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (৭৪) নিঃসন্দেহে যে রবের

• তিন চতুর্থাংশ

আয়াত-৭৪ ঃ যাদুকররা ফিরআ'উনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে এ পাপ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর যাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করার জন্য এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্য ফিরআ'উনের সাথে দর কষাকষিও করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন জাগে ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করার জন্য বাধ্য করার অভিযোগ কিভাবে উত্থাপিত হতে পারে? এর জবাব হল, যাদুকররা প্রথমে পুরস্কার ও সম্মানের আশায় রাযী হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে যে, খোদায়ী মু'জিযার বিরোধিতা করতে পারবে না। এ কথা জানবার পর ফেরআ'উন তাদের যাদু করার জন্য বাধ্য করেছে। (তাফঃ রূঃ মাঃ)

رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٥﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ

রব্বাহূ মুজ্রিমান্ ফাইন্না লাহূ জ্বাহান্নাম্; লা -ইয়ামূতু ফীহা -অলা- ইয়াহ্ইয়া- ।৭৫। অমাইঁ ইয়া'তিহী
কাছে অপরাধী হয়ে আগমন কর, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম; সেখানে সে না মরবে, আর না বেঁচে থাকবে। (৭৫) আর যে ব্যক্তি

مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٦﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ

মু'মিনান্ ক্বাদ্ 'আমিলাছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাউলা — য়িকা লাহুমুদ্দারাজ্বা-তুল্ 'উলা- ।৭৬। জ্বান্না-তু 'আদ্নিন্
মু'মিনরূপে আগমন করবে এ অবস্থায় যে, সে সৎকর্ম করে। তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে। (৭৬) স্থায়ী জান্নাত,

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ ع ২২ ১২ রুকু

তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ু মান্ তাযাক্কা- ।৭৭। অলাক্বদ্
যার ছায়ার তলে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটাই পবিত্রদের জন্য পুরস্কার। (৭৭) আর আমি তো

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ

আওহাইনা ~ ইলা -মূসা ~ আন্ আস্রি বি'ইবা-দী ফাদ্বরিব্ লাহুম্ ত্বোয়ারীক্বান্ ফিল্ বাহ্রি
মূসার প্রতি এ মর্মে অহী দিলাম যে, আমার বান্দাহদের নিয়ে তুমি রাতে বেরিয়ে পড়ো। আর তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ নির্মাণ কর।

يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٨﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ

ইয়াবাসা ল্লা-তাখা-ফু দারকাঁও অলা-তাখ্শা- ।৭৮। ফাআত্বা'আহুম্ ফির্'আউনু বিজুনূদিহী ফাগশিয়াহুম্ মিনাল্
পিছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে এ আশংকা ও ভয় করও না। (৭৮) ফেরাউন সৈন্যদল নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, সমুদ্র তাদেরকে

الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٩﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٨٠﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ

ইয়াম্মি মা-গশিয়াহুম্। ৭৯। অ আদ্বোয়াল্লা ফির্'আউনু ক্বওমাহূ অমা-হাদা- ।৮০। ইয়া-বানী ~ ইস্রা — ঈলা ক্বদ্
পূর্ণ নিমজ্জিত করল।(৭৯) আর ফেরাউন তার জাতিকে ভ্রষ্ট করল, এবং সুপথ দেখায় নি। (৮০) হে বনী ইস্রাঈল!

أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

আন্জ্বাইনা-কুম্ মিন্ 'আদুওয়্যিকুম্ অওয়া-'আদ্না-কুম্ জ্বা-নিবাত্ তূ রিল্ আইমানা অনায্যাল্না- 'আলাইকুমুল্ মান্না
আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি শত্রু হতে, তোমাদেরকে তূরের দক্ষিণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তোমাদের ওপর মান্না ও

وَالسَّلْوَى ﴿٨١﴾ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ

অস্সাল্ওয়া। ৮১। কুলূ মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-রযাক্ব্না-কুম্ অলা-তাত্ব্ গও ফীহি ফাইয়াহিল্লা 'আলাইকুম্
সালওয়া নাযিল করেছি। (৮১) আমি তোমাদের কে যা দিয়েছি তা হতে উত্তম বস্তু খাও; সীমা লংঘন করো না, আমার

غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿٨٢﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ

গদ্বোয়াবী অমাইঁ ইয়াহ্লিল্ 'আলাইহি গদ্বোয়াবী ফাক্বদ্ হাওয়া- ।৮২। অইন্নী লাগফ্ফা-রুল্লিমান্ তা-বা অআ-মানা
গযব পতিত হবে; আর যার ওপর আমার গযব পড়বে, সে-ই ধ্বংস হবে। (৮২) আর আমি ক্ষমাশীল তওবাকারী, মু'মিন,

وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٣﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ

অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ছুম্মাহ্তাদা-। ৮৩। অমা ~ আ'জ্বালাকা 'আন্ ক্বওমিকা ইয়া-মূসা-। ৮৪। ক্ব-লা
সৎকর্মশীল ও পথ প্রাপ্তদের জন্য। (৮৩) হে মূসা! তোমার জাতিকে পিছনে ফেলে তুমি কেন ত্বরা করলে? (৮৪) মূসা বলল, হে

هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٥﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا

হুম্ উলা — য়ি 'আলা ~ আছারী অআজ্বিল্তু ইলাইকা রব্বি লিতার্দ্বোয়া-। ৮৫। ক্ব-লা ফাইন্না-ক্বদ্ ফাতান্না-
আমার রব! তারা তো আমার পিছনে, তোমার খুশীর জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম। (৮৫) আল্লাহ বললেন, তোমার আসার পর

قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٦﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ

ক্বওমাকা মিম্ বা'দিকা অআদ্বোয়াল্লাহুমুস্ সা-মিরী। ৮৬। ফারজ্বা'আ মূসা ~ ইলা-ক্বওমিহী গাদ্ববা-না
তোমরা জাতিকে পরীক্ষা করেছি, সামিরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। (৮৬) অত:পর মূসা ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায় কওমে ফিরল;

أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ

আসিফান্ ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি আলাম্ ইয়া'ইদ্কুম্ রব্বুকুম্ ওয়া'দান্ হাসানা-; আফাত্বোয়া-লা 'আলাইকুমুল্ 'আহ্দু
বলল, হে আমার কওম! আমাদের রব কি তোমাদেরকে উত্তম ওয়াদা দেন নি? ওয়াদাকাল কি দীর্ঘ হয়েছে, না কি তোমরা

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٧﴾ قَالُوا مَا

আম্ আরত্তুম্ আইঁ ইয়াহিল্লা 'আলাইকুম্ গদ্বোয়াবুম্ মির্ রব্বিকুম্ ফাআখ্লাফ্তুম্ মাও'ইদী। ৮৭। ক্ব-লূ মা ~
চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর রবের গযব পড়ুক যে জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করলে। (৮৭) তারা বলল,

أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

আখ্লাফ্না-মাও'ইদাকা বিমাল্কিনা-অলা-কিন্না-হুম্মিল্না ~ আওযা-রাম্ মিন্যীনাতিল্ ক্বওমি ফাক্বযাফ্না-হা-
আমরা স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করি নি, তবে আমাদের ওপর জাতির অলংকারের বোঝা চাপিয়েছিল; আমরা তা আগুনে ফেলে

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٨﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا

ফাকাযা-লিকা আল্ক্বস্ সা-মিরী। ৮৮। ফাআখ্রজ্বা লাহুম্ 'ইজ্ লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-রুন্ ফাক্ব-লূ হা-যা ~
দিয়েছি, সামেরীও ফেলে দিয়েছে। (৮৮) সে তাদের জন্য গো-বৎস বানাল, যার শব্দ ছিল। বলল, এটা তোমাদের ইলাহ্

إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٩﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ

ইলা-হুকুম্ অইলা-হু মূসা- ফানাসী। ৮৯। আফালা- ইয়ারওনা আল্লা-ইয়ার্জ্বিউ ইলাইহিম্ ক্বওলাঁও অলা-ইয়াম্লিকু
৪ মূসারও ইলাহ, কিন্তু সে ভুলেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা

ع ১৩ ১৩ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٩٠﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ

রুকু লাহুম্ দ্বোয়াররাঁও অলা-নাফ্'আ-। ৯০। অলাক্বদ্ ক্ব-লা লাহুম্ হারূনু মিন্ ক্বব্লু ইয়া-ক্বওমি ইন্নামা-ফুতিন্তুম্ বিহী
উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। (৯০।) হারূন পূর্বেই তাদেরকে বলেছে; হে আমার জাতি! তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন!

وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩١﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ

অ ইন্না রব্বাকুমুর্ রহ্মানু ফাত্তাবি'উনী অ আত্বী'উ ~ আম্রী। ৯১। ক্বা-লূ লান্ নাব্রহা 'আলাইহি
আর তোমাদের রব দয়াময়; আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান। (৯১) তারা বলল, আমাদের নিকট মূসা ফিরে

عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩٢﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا *

'আ-কিফীনা হাত্তা-ইয়ারজি'আ ইলাইনা- মূসা-। ৯২। ক্বা-লা ইয়া-হা-রূনু মা-মানা'আকা ইয্ রয়াইতাহুম্ দ্বোয়াল্লূ ~ ।
না আসা পর্যন্ত আমরা তার প্রতি অটল থাকব। (৯২) বলল, হে হারূন! তাদের ভ্রষ্টতা দেখার পরও কেন বিরত রইলে?

﴿٩٣﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ

৯৩। আল্লা-তাত্তাবি'আন্; আফা'আছোয়াইতা আম্রী। ৯৪। ক্বা-লা ইয়াব্নাযুম্মা লা-তা'খুয্ বিলিহ্ইয়াতী অলা-বিরা"সী
৯৩। যে, আমাকে মানলে না, আমার আদেশ অমান্য করলে। (৯৪) হারুন বলল, হে সহোদর! আমার দাঁড়ি ও মাথা

اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ

ইন্নী খাশীতু আন্ তাক্বূলা ফার্রাক্ব্তা বাইনা বানী ~ ইস্রা—ঈলা অলাম্ তার্ক্বুব্ ক্বওলী।
ধরো না, আমার ভয় ছিল যে, তুমি আমাকে বলবে, 'বনী ইস্রাঈলরে মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ আমার কথা রক্ষা কর নি।

﴿٩٥﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٦﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ *

৯৫। ক্বা-লা ফামা-খাত্ব্বুকা ইয়া-সা মিরীয়্যু। ৯৬। ক্বা-লা বাছুর্তু বিমা-লাম্ ইয়াব্ছুরূ বিহী ফাক্বাব্দ্বতু
(৯৫) (মূসা) বলল, হে সামিরী, ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল, আমি দেখেছি এমন কিছু যা তারা দেখে নি, আমি সে দূতের

قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٧﴾ قَالَ

ক্বাব্দ্বোয়াতাম্ মিন্ আছারির্ রাসূলি ফানাবায্তুহা-অকাযা-লিকা সাওঅলাত্লী নাফ্সী। ৯৭। ক্বা-লা
পদচিহ্ন হতে একমুষ্টি মাটি নিয়েছি ও তা নিক্ষেপ করেছি; আমার মনই এরূপ করতে বলেছে। (৯৭) (মূসা) বলল,

فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ

ফায্হাব্ ফাইন্না লাকা ফিল্ হাইয়াতি আন্ তাক্বূলা লা-মিসা-সা অইন্না লাকা মাও'ঈদাল্লান্
দূর হয়ে যাও; তোর জীবদ্দশার জন্য এ শাস্তিই যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি 'আমাকে স্পর্শ করো না' তোমার এক নির্দিষ্ট কাল

تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ

তুখ্লাফাহূ অন্জুর্ ইলা ~ হিকাল্লাযী জোয়াল্তা 'আলাইহি 'আ-কিফা-; লানুহার্রিক্বন্নাহূ ছুম্মা-; লানান্সিফান্নাহূ
আছে যার অন্যথা হবে না, আর তোমার সেই ইলাহের প্রতি দৃষ্টি দাও যার পূজা তুমি করতে, অবশ্যই তাকে জ্বালাব, পরে সাগরে

فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٨﴾ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا *

ফিল্ ইয়াম্মি নাস্ফা-। ৯৮। ইন্নামা ~ ইলাহুকুমুল্লা-হুল্লাযী লা ~ ইলা- হা ইল্লা-হু; অসি'আ কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্মা-।
নিক্ষেপ করব। (৯৮) তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যপ্ত।

۝٩٩ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا

৯৯। কাযা-লিকা নাকু ছ্ছু 'আলাইকা মিন্ আম্বা — য়ি মা-ক্বদ্ সাবাক্ব অক্বদ্ আ-তাইনা-কা মিল্লাদুন্না-যিক্র- ।
(৯৯) (হে নবী) পূর্বের সংবাদ এভাবেই আমি তোমার নিকট বিবৃত করি এবং তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কোরআন) দিয়েছি।

۝١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝١٠١ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۖ وَسَآءَ

১০০। মান্ আ'রদ্বোয়া 'আন্হু ফাইন্নাহূ ইয়াহ্মিলু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়িয্র- ।১০১। খ-লিদীনা ফীহ্; অ সা — য়া
(১০০) তা (কোরআন) হতে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে পরকালে বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে স্থায়ী হবে,

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝١٠٢ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

লাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হিম্লা- ।১০২। ইয়াওমা ইয়ুন্ফাখু ফিছ্ ছুরি অনাহ্শুরুল্ মুজ্ রিমীনা ইয়াওমায়িযিন্
পরকালে তাদের জন্য এ বোঝা অত্যন্ত মন্দ হবে! (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন পাপীদেরকে নীল চোখ করে

زُرْقًا ۝١٠٣ يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝١٠٤ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

যুর্ক্বা- ।১০৩। ইয়াতাখ-ফাতূনা বাইনাহুম্ ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা-'আশর- ।১০৪। নাহ্নু 'আলামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা
উঠাব। (১০৩) তারা পরস্পরে চুপ-চাপ বলবে, তোমরা কেবল মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। ১০৪। আমি জানি তারা কি বলবে,

ع ১৫ 14 রুকু

إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝١٠٥ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ

ইয্ ইয়াক্বূলু আম্ছালুহুম্ ত্বোয়ারীক্বতান্ ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা- ইয়াওমা-। ১০৫। অইয়াস্য়ালূ নাকা 'আনিল্ জ্বিবা-লি ফাক্বুল্
তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎলোকটি বলবে 'একদিন অবস্থান করেছ।' (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি

يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝١٠٦ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٧ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ أَمْتًا

ইয়ান্সিফুহা- রব্বী নাস্ফা- ।১০৬। ফাইয়াযারুহা-ক্ব-'আন্ ছোয়াফ্ছোয়াফা- ।১০৭। লা- তারা-ফীহা 'ই অজ্বাঁও অলা ~ আম্তা-।
বলুন, আমার রব তাকে বিক্ষিপ্ত করবেন। (১০৬) তিনি যমীনকে সমতল ময়দান করবেন। (১০৭) তাকে বক্র ও উচ্চ দেখবেন না।

۝١٠٨ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا

১০৮। ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াত্তাবি'উনাদ্দা'ইয়া লা-'ইওয়াজ্বা লাহূ, অখশা'আতিল্ আছ্ওয়া-তু লির্রহ্মা- নি ফালা-
(১০৮) সেদিন তারা আহ্বানকারীকে আনুগত্য করবে, অবাধ্যতা থাকবে না; দয়াময়ের সামনে শব্দ স্তব্ধ হবে, আপনি

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٠٩ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ

তাস্মা'উ ইল্লা- হাম্সা-। ১০৯। ইয়াওমায়িযিল্লা- তান্ফা'উশ্ শাফা-'আতু ইল্লা-মান্ আযিনা লাহুর্ রহ্মা-নু অ রদ্বিয়া
ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনবেন না। (১০৯) দয়াময়ের অনুমতি ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কাজে

لَهُ قَوْلًا ۝١١٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا ۝١١١ وَعَنَتِ

লাহূ ক্বওলা- ।১১০। ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা-খল্ফাহুম্ অলা-ইয়ুহীত্বূ না বিহী 'ইল্মা-। ১১১। অ 'আনাতিল্
আসবে না। (১১০) তাদের পূর্বাপর সব কিছু তিনি জানেন, জ্ঞান দিয়ে তাকে বেষ্টন করা যায় না। (১১১) সেদিন সকল

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١٢﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

উজূহু লিল্‌হাইয়্যিল্ ক্বাইয়্যূম্; অক্বদ্ খ-বা মান্ হামালা জুল্‌মা- । ১১২ । অমাইঁ ইয়া'মাল্ মিনাছ্
মুখই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে অবনমিত এবং অনাচারী ব্যক্তিই বঞ্চিত। (১১২) যে মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ

الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٣﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا

ছোয়া-লিহা-তি অহুঅ মু'মিনুন্ ফালা-ইয়াখ-ফু জুল্‌মাঁও অলা- হাদ্বমা- । ১১৩ । অকাযা-লিকা আন্‌যাল্‌না-হু কুরআ-নান্
করে, তার না জুলুমের ভয় আছে, আর না ক্ষতির। (১১৩) আর এভাবেই আমি কুরআনকে আরবীতে নাযিল করেছি,

عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٤﴾ فَتَعٰلَى

'আরবিয়্যাঁও অছোয়ার্ রফ্‌না-ফীহি মিনাল্ অ'ঈদি লাআল্লাহুম্ ইয়াত্তাক্বূনা আও ইয়ুহ্‌দিছু লাহুম্ যিক্‌র-।১১৪। ফাতা 'আলাল্
এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণীর বর্ণনা দিয়েছি, যেন তারা ভয় করে এবং তাদের জন্য স্মরণ সৃষ্টি করে। (১১৪) বস্তুত:

اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز

লা-হুল্ মালিকুল্ হাক্বু ক্বু অলা-তা'জ্বাল্ বিল্‌ক্বুরআ-নি মিন্ ক্বব্‌লি আইঁ ইয়ুক্বদ্বোয়া ~ ইলাইকা অহ্‌ইয়ুহূ
আল্লাহ অতী মহান, প্রকৃত মালিক; আর আপনার প্রতি অহী পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ

অক্বুর্ রব্বি যিদ্‌নী 'ইল্‌মা-। ১১৫। অ লাক্বদ্ 'আহিদ্‌না ~ ইলা ~ আ-দামা মিন্ ক্বব্‌লু ফানাসিয়া অলাম্ নাজ্বিদ্ লাহূ
বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়াও। (১১৫) ইতোপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছি, সে ভুলে গিয়েছে; তাকে দৃঢ়

عَزْمًا ﴿١١٦﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى * ع ৬ ১১ ১৫ রুকু

'আয্‌মা-।১১৬। অ ইয্‌ক্বুল্‌না-লিল্ মালা — য়িকাতিস্ জুদূ লি আ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~ ইল্লা ~ ইব্‌লীস্; আবা-।
পাইনি। (১১৬) যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল, সে অমান্য করল।

﴿١١٧﴾ فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى *

১১৭।ফাক্বুল্‌না-ইয়া ~ আ-দামু ইন্না হা-যা- 'আদুওয়ুল্লাকা অলিযাওজ্বিকা ফালা-ইয়ুখ্‌রিজ্বান্নাকুমা-মিনাল্ জ্বান্নাতি ফাতাশ্‌ক্ব-।
(১১৭) অত:পর বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন বেহেশ্‌ত হতে বহিষ্কার না করে; দুর্ভাগা হবে।

﴿١١٨﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٩﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى *

১১৮।ইন্না লাকা আল্লা-তাজ্বূ 'আ ফীহা–অলা-তা'রা-। ১১৯। অ আন্নাকা লা-তাজ্‌মায়ূ ফীহা- অলা-তাদ্বহা-।
(১১৮) সেখানে সব আছে, না ক্ষুধার্ত থাকবে, আর না উলঙ্গ।(১১৯) সেখানে না পিপাসার্ত না রোদ্র তাপে কষ্ট হবে।

﴿١٢٠﴾ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

১২০। ফা অস্‌অসা ইলাইহিশ্ শাইতোয়া-নু ক্ব-লা ইয়া ~ আ-দামু হাল্ আদুল্লু কা 'আলা-শাজ্বারতিল্ খুল্‌দি অমুল্‌কিল্
(১২০) শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা প্রদান করেছে সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি চিরস্থায়ী বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা

لَا يَبْلٰى ﴿١٢١﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ

লা-ইয়াব্‌লা- ।১২১। ফা আকালা-মিন্‌হা-ফাবাদাত্ লাহুমা-সাওআ-তুহুমা-অত্বোয়াফিক্ব-ইয়াখ্‌ছিফা-নি 'আলাইহিমা-মিঁও

বলব? (১২১) অত:পর তারা উভয়ে তা হতে খেলে তৎক্ষনাৎ তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল; তাই জান্নাতের পাতা দিয়ে আবৃত

وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۬ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى *

অরক্বিল্ জ্বান্না-তি অ'আছোয়া ~ আ-দামু রব্বাহূ ফাগওয়া-।১২২। ছুম্মাজ্ তাবা-হু রব্বুহূ ফাতা-বা 'আলাইহি অহাদা-।

করতে লাগল, আর আদম রবের অবাধ্য হয়ে বিভ্রান্ত হল। (১২২) রব পরে তাকে বাছাই করলেন, ক্ষমা করে পথ দিলেন।

﴿١٢٣﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ

১২৩। ক্ব-লাহ্ বিত্বোয়া-মিন্‌হা-জামী'আম্ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যন্ ফাইম্মা-ইয়া''তিয়ান্নাকুম্ মিন্নী হুদান্

(১২৩) বললেন, তোমরা উভয়ে এক সাথে তা হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর শত্রু। অত:পর আমা হতে হেদায়াত

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ

ফামানি ত্তাবা'আ হুদা-ইয়া ফালা-ইয়াদিল্লু অলা-ইয়াশ্‌ক্ব-।১২৪। অমান্ 'আরদ্বোয়া আন্ যিক্‌রী ফাইন্না লাহূ

আসলে, যে অনুসরণ করবে, সে না ভ্রান্ত হবে, আর না দুর্ভাগা। (১২৪) যে আমার উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে

مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْۤ اَعْمٰى

মা'ঈশাতান্ দ্বোয়ান্‌কঁও অনাহ্‌শুরুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আ'মা-।১২৫। ক্ব-লা রব্বি লিমা হাশার্‌তানী ~ আ'মা-

তার সংকীর্ণ জীবন, এবং পরকালে তাকে অন্ধাবস্থায় উঠাব। (১২৫) সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে অন্ধাবস্থায় উঠালে

وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ

অক্বদ্ কুন্‌তু বাছীরা-।১২৬। ক্ব-লা কাযা-লিকা আতাত্‌কা আ-ইয়া-তুনা ফানাসী তাহা- অ কাযা-লিকাল্ ইয়াওমা

কেন? আমি তো দেখতাম। (১২৬) (আল্লাহ্) বলবেন, এভাবেই, আমার আয়াত আসলে তোমরা ভুলেছিলে, আজ তুমি বিস্মৃত

تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ

তুন্‌সা-।১২৭। অ কাযা-লিকা নাজ্‌যী মান্ আস্‌রফা অলাম্ ইয়ু'মিম্ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহ্; অলা'আযা-বুল্

হলে। (১২৭) আর এ ভাবেই আমি বাড়াবাড়িকারী ও তার রবের আয়াতে অবিশ্বাসীকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। পরকালের

الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٨﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ

আ-খিরতি আশাদ্দু অআব্‌ক্ব-; ১২৮। আফালাম্ ইয়াহ্‌দি লাহুম্ কাম্ আহ্‌লাক্‌না-ক্বব্‌লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি ইয়াম্‌শূনা

আযাব বড় কঠিন ও স্থায়ী। (১২৮) কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা চলে, তা-ও কি তাদেরকে

৭ ع ১৩ ১৬ রুকু

فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٩﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

ফী মাসা-কিনিহিম্ ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়া-তিল্লি উলিন্ নুহা-।১২৯। অলাও লা-কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্

সুপথ দেখায় নি? নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। (১২৯) আর যদি আপনার রবের পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত

رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٠﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

রব্বিকা লাকা-না লিযা-মাঁও অ আজ্বালুম্ মুসাম্মা। ১৩০। ফাছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াক্বূলূনা অসাব্বিহ্ বিহাম্দি

না থাকত ও নির্ধারিত কাল না থাকত, তবে আশু শাস্তি হত। (১৩০) আপনি তাদের কথায় ধৈর্য ধরুন এবং আপনার

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ

রব্বিকা ক্বব্লা ত্বু-লূইশ্ শাম্সি অক্বব্লা গুরূবিহা-অমিন্ আ-না — য়ি ল্লাইলি ফাসাব্বিহ্ অআত্ব্ র-ফান্

রবের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে। রাতে ও দিনে তাসবীহ পাঠ করুন, যেন

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣١﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ

নাহা-রি লা'আল্লাকা তার্দ্বোয়া-।১৩১। অলা-তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা-মা-মাত্তা'না-বিহী ~ আয্ওয়া-জাম্ মিন্হুম্ যাহ্রতাল্

পরিতৃপ্ত হতে পারেন। (১৩১) আর আপনি সেদিকে চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না যদ্দারা বিভিন্ন দলকে দুনিয়ায়

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ۬ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣٢﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ

হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া- লিনাফ্তিনাহুম্ ফীহ্ ; অ রিয্ক্বু রব্বিকা খইরুঁও অআব্ক্বা-। ১৩২। অ''মুর্ আহ্লাকা

সুখ উপভোগ করতে দিয়েছি। যেন তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। রবের দানই উত্তম ও স্থায়ী। (১৩২) পরিবারকে নামাযের

بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

বিছ্ ছ্লা-তি অছ্ত্বোয়াবির্ 'আলাইহা-; লা-নাস্য়ালুকা রিয্ক্বা-; নাহ্নু নার্যুক্বুক্; অল্ 'আ-ক্বিবাতু লিত্তাক্বওয়া-।

নির্দেশ দিন ও তাতে অটল থাকুন, আপনার কাছে কোন রুজী চাই না, আমিই দিব; আর শুভফল তো তাক্ওয়াধারীদের জন্যই।

﴿١٣٣﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

১৩৩। অক্বা-লূ লাওলা ইয়া''তীনা-বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিহ্; আওয়ালাম্ তা''তিহিম্ বাইয়্যিনাতু মা-ফিছ্ ছুহুফিল্ উলা-।

(১৩৩) বলে, কেন রবের পক্ষ হতে নিদর্শন আনে না? তাদের কাছে কি আসেনি স্পষ্ট প্রমাণ যা রয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে

﴿١٣٤﴾ وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

১৩৪। অলাও আন্না ~ আহ্লাক্না-হুম বি 'আযা-বিম্ মিন্ ক্বব্লিহী লাক্বা-লূ রব্বানা-লাওলা ~ আর্সাল্তা ইলাইনা-

(১৩৪) আগেই যদি আমি তাদেরকে ধ্বংস করতাম, তারা বলত, হে আমাদের রব! কেন আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ

رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٥﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ

রসূলান্ ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা মিন্ ক্বব্লি আন্ নাযিল্লা অনাখ্যা-। ১৩৫। ক্বুল্ কুল্লুম্ মুতারব্বিছুন্

কর নি? তবে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার পূর্বেই আয়াতকে মানতাম। (১৩৫) আপনি বলুন, সকলেই অপেক্ষমাণ,

فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ★ ع ৮ ৭ ১৭ রুকু

ফাতারব্বাছূ ফাসাতা'লামূনা মান্ আছ্হা-বুছ্ ছির-ত্বিস্ সাওয়িয়্যি অমানিহ্ তাদা-।

তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক। অত:পর শীঘ্রই জানতে পারবে, কে সরল পথে আর কে সৎপথ প্রাপ্ত।